প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৭

প্রকাশক : বেণীমাধব সেনগুপ্ত
১১৫ সি ক্রাইপার রোড
কোন্নগর পোস্টঅফিস, হুগলী জেলা

মুদ্রাকর : পৃষ্ঠা ৫ থেকে ২০ অভয় প্রেস, রিষড়া
বাকি অংশ নারায়ণ ভট্টাচার্য্য
ডেলটা সফ্ট, কোন্নগর

সূচিপত্র

॥ ভূমিকা ॥

রামের সুমতি নাটকের মত ধরণিধরের স্বামী নাটকটিও প্রায় তিরিশ বছর আগে রচিত।

এক সময়ে এক পরিচিত ব্যক্তি আমাকে বলেন, তাঁর বন্ধুরা কম চরিত্র আছে এমন একটি নাটক খুঁজছেন। আমি ধরণিধরকে তার স্বামী নাটকটি দিতে বলি। সে আমাকে নাটকটি তাঁদের পড়ে শোনাতে বলে। পছন্দ হলে কপি করে তাঁদের দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। সে পইপই করে বলেছিল যে নাটকটি যেন আমি হাতছাড়া না করি।

নাটকটি পড়ে শোনাবার পর তাঁরা অভিনয়ে আগ্রহী হন ও পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধের জন্য নাটকটি রেখে আসতে বলেন। কি যে হল! ধরণির নির্দেশ আমি ভুলে গেলাম ও নাটকটি রেখে চলে এলাম।

নাটকটি ছিল একটি ডায়রিতে লেখা মলাট হলুদ রঙের।

এরপর বহু হাঁটাহাটি করেও আমি আর সেই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে পারলাম না। নাটকটির কি গতি হয়েছে তা আজও আমার জানা নেই।

এই তিরিশ বছর আমি ধরণির কাছে ছোট হয়ে ছিলাম।

রামের সুমতি নাটক প্রকাশের পর আমি ধরণির কাছে আর একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি চাইলাম। তখন সে আমাকে স্বামী নাটকের পাণ্ডুলিপি দিল। আমি অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

পাণ্ডুলিপি উল্টেপাল্টে দেখি তার কতকগুলি পাতা কার্বন কপি; তার মাঝে মাঝে কিছু কিছু অংশ কালিতে বা ডট্ পেনে লেখা। অর্থাৎ, যে পাণ্ডুলিপি সে আমাকে পূর্বে দিয়েছিল তার একটা কার্বন কপি তার কাছে ছিল। নাটকটি মাঝেমধ্যে সে সংশোধন করেছে এবং কিছু কিছু অংশ নতুন করে লিখেছে।

যে পাণ্ডুলিপিটি আমি আর উদ্ধার করতে পারি নি সেটি যদি দুধ গরম করার কাজে লেগে থাকে ত ভাল। না হয়ে, যদি অন্য কোন ভাবে দুরোপযোগ হয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে এই নাটকের কিছু কিছু মিল দেখা যাবে—অমিল-ও আছে।

পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখছি, সৌদামিনীর বয়স নিয়ে ধরণি বেশ ঝঞ্ঝাটে পড়েছিল।

স্বামী কাহিনীটি সৌদামিনীর বয়ানে উপস্থাপিত। যখন সে কাহিনীটি বলছে তখন তার বয়স উনিশ। কাহিনীটি যখন শুরু হয়েছিল তখন তার বয়স ছিল সতের। সুতরাং সময়ের দিক থেকে কাহিনীর ব্যাপ্তি দু বছর। কিন্তু স্বামী নাটকের ব্যাপ্তি চার মাস, বৈশাখ থেকে শ্রাবণ।

ধরণি উনিশ বছর দিয়েই শুরু করেছিল। কিন্তু একটা সংলাপের

ওপর নরেনের নাটকীয় প্রস্থানটা রাখার লোভ সে ছাড়তে পারে নি :

> ব্রজ ॥ ...... শোন নরেন। সৌদামিনীর নিজের মতামতের কোন মূল্য নেই। কারণ তার বয়স মোটে সতের—
>
> নরেন ॥ (টেবিলে চাপড় দিয়ে) ঠিক আছে, আমি তার আঠার বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর দেখি কে আমাকে আটকায়।
>
> ঝড়ের বেগে প্রস্থান

তাই ধরণিকে সতের বছরই মেনে নিতে হয়েছিল।

সৌদামিনীর প্রথম মনোলোগের অংশ :

> বয়স আমার সতের। আমার বাইরের দেহটা তার বেশী প্রাচীন হতে পারেনি। কিন্তু এই বুকের ভেতরটায়? এখানে যে বুড়ি তার সাতাশি বছরের শুকনো হাড়গোড় নিয়ে বাস করে আছে তাকে দেখতে পাচ্ছনা?

শরৎচন্দ্র লিখেছেন :

> বয়স আমার উনিশ-কুড়ি। ....উনআশি বছরের ·· ইত্যাদি

স্বামী কাহিনীর শুরুতে সৌদামিনীর বয়স সতের। তখনই নরেনের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তার ঐ বয়সেই মামা ব্রজ-র মৃত্যু হয় এবং অব্যবহিত পরেই তার বিবাহ হয়। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সে নরেনের সঙ্গে স্বামী-গৃহত্যাগ করে। স্বামীর মার্জনা লাভ ক'রে সে ঘরে ফিরে যায়। যখন সে

তার কাহিনী বলতে বসে তখন তার বয়স উনিশ।

সৌদামিনী তার কাহিনী উনিশ বছর বয়সে কেন, উনআশি বছর বয়সে-ও বলতে পারত। তাতে কিছু হেরফের হত না। কিন্তু কাহিনীটিকে নাটকের আকারে উপস্থিত করলে ঐরূপ করা চলে না। নাটকে এই ধরনের কাহিনীর সময়ের ব্যাপ্তি যত কমিয়ে আনা যায় ততই ভাল।

সৌদামিনীর বয়স সতের। নরেন এম এ ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু সৌদামিনীর স্কুল-কলেজের লেখাপড়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নেই। মামার কাছেই সে পড়াশুনা করেছিল। অনেক বড় বড় বই ও সে পড়ে ফেলেছিল। তার মধ্যে বিদেশী দার্শনিকদের বই-ও ছিল। বাঙলা-পল্লীর সতের বছরের মেয়ের পক্ষে এতটা বিদুষী হওয়া সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই, নাটকে একটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে বইগুলি বাঙলা-অনুবাদে পড়েছিল। সে হাক্সলি থেকে যে উদ্ধৃতিটি দেয়, ব্রজ সেটি বই থেকে খুঁজে বার করে বাঙলায় পড়ে শুনিয়েছিল; সুতরাং বইটি ছিল বাঙলায় লেখা।

এবার স্বামী কাহিনীর প্লটের সঙ্গে স্বামী নাটকের প্লটের উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা করি।

কাহিনীতে ব্রজ প্রথমে ঘনশ্যামের সঙ্গে সৌদামিনীর বিয়েতে অরাজি থাকলেও, স্নেহের ভগ্নীর পীড়াপীড়িতে পাত্র দেখতে যায় এবং মৃত্যুকালে বিবাহে মত দিয়ে যায়। নাটকে সে ঘনশ্যামকে মনশ্চক্ষে দেখে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

> ঐ ত তার হাসি-হাসি মুখটি দেখতে পাচ্ছি।.........
> ও মুখ কি আজ প্রথম দেখছি রে? ও যে আমার
> কত জন্মের আপনার জন! কতবার আমি ওকে
> পছন্দ করে নিয়ে এসেছি!

ভবিষ্যতে যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হবে, তাকে স্বপ্নে দেখা গেছে এরকম একাধিক ঘটনা আমার জানা আছে। তার মধ্যে একটি বলি।

এক সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবেন না, স্থির করেছিলেন। বিবাহের বয়স প্রায় উত্তীর্ণ হওয়ার মুখে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে এক নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। স্বপ্ন ভাঙ্গার পরেও সেই নারী মূর্তি তাঁর স্মরণে ছিল। এর দু-একদিন বাদেই তাঁর এক বিশিষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষী একটি পাত্রীর খবর আনে এবং তাঁকে পাত্রী দেখতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। সেই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত কৌতূহল-বশে পাত্রী দেখতে যান এবং তাঁর সেই স্বপ্নে দেখা নারীকে রক্তমাংসের শরীরে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বোঝেন যে, সেই নারী তাঁর বহু জন্মের আপন জন। তিনি বিবাহে মত দেন।

কাহিনীর সঙ্গে নাটকের প্লটের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য হল: কাহিনীতে মুক্ত ঝি ঘনশ্যামকে কলকাতার বাসার ঠিকানা বলে দেয়। কিন্তু নাটকে কথকঠাকুর নরেনের কাছে সব শুনে চিতোর গ্রামে যায় এবং ঘনশ্যাম-ও তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসে।

কাহিনীর মুক্ত ঝি একদিকে নরেনের চিঠি সৌদামিনীকে পৌঁছে দেয়, আর এক দিকে ঘনশ্যামকে কলকাতার বাসার ঠিকানা বলে দেয়। যে কোন নাট্যকারের কাছে এরূপ একটি চরিত্র বেশ লোভনীয়। কিন্তু ধরণিধর নাটকে মুক্ত ঝি-র চরিত্রটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছে। নাটকটি যে-ভাবে এগিয়েছে তাতে নরেনের চিঠি সৌদামিনীর কাছে পৌঁছনর দরকার ছিল না। মুক্ত ঝি-র বাকি কাজটি কথকঠাকুরের সাহায্যে বেশ সহজেই এবং আরও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করা গেছে।

নাটকের প্রথম খসড়ায় কথকঠাকুরের বদলে বৈরাগীর চরিত্র ছিল। নাটকের প্রস্তাবনা অংশে, বর্তমান চেহারার মতই, সৌদামিনীর মায়ের সঙ্গে তার কথোপকথন ছিল। প্রথম খসড়ায় নাটকটি কলকাতার বাসায় শেষ না হয়ে চিতোরে ঘনশ্যামের ঘরেই শেষ হয়েছিল এবং বৈরাগী সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাতিল পাণ্ডুলিপির ঐ অংশে মঞ্চ নির্দেশনায় ছিল যে, ভেতর থেকে শেকল লাগানো অব্যবহৃত দরজার সামনে জলচৌকি ও তার ওপর শ্রীগৌরাঙ্গের বাঁধানো ছবি দরজার কপাটে ঠেসান দিয়ে রাখা থাকবে:

নরেন॥…………এখনই বেরিয়ে এস। আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি। (জানালা থেকে সরে গেল)

সৌদমিনী দু এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর বন্ধ দরজায় শেকল খুলে ফেলল। দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল আর শ্রীগৌরঙ্গের ছবিটা পড়ে ঝন ঝন করে আওয়াজ হল। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে বৈরাগী

বৈরাগী ॥ মা সৌদামিনী, এটা বুঝি বাইরে যাওয়ার রাস্তা? ভেতরে ঢোকার রাস্তা বুঝি ওদিক দিয়ে? (ছবিটা দেখে) ও বাবা! এ যে মহাপ্রভুর ছবি।

॥ গান ॥

সোনার গৌর ধুলায় লোটে
গায়ে মাখে মাটি.
তবু ত রঙ রয়ে গেল
এ সোনা যে খাঁটি।

ছবি তুলে নিল

এ যে খাঁটি সোনা –
তামা-লোহা নাইকো এতে
এ যে আগুনে পোড়া।

গাইতে গাইতে বৈরাগী দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ও গাইতে গাইতে ঘরে প্রবেশ করল

পুড়ে পুড়ে সোনা হল।
পোড়ার আগে মাটি ছিল
পুড়ে পুড়ে সোনা হল।
মাটির দেহ মাটি ছিল
পুড়ে পুড়ে সোনা হল।

সকল সোনা মাটি হল
এ সোনা যে রয়ে গেল।
মাটির দেহ মাটি হল
সোনার গৌর রয়ে গেল।

এ যে আগুনে পোড়া—
এ যে খাঁটি সোনা॥

আস্তে আস্তে ছবিটি খাটের ওপর রাখল

সৌদামিনী॥ উনি কোথায় গেলেন দেখি।

বৈরাগী॥ তোমাকে আর দেখতে হবে না। উনি টাকা আনতে গেছেন। আমাকে ঐ গাছতলায় দাঁড়াতে বলে গেলেন। দূর থেকে মনে হল, আমাদের নরেন মজুমদার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। ঘরের মধ্যে তুমিও আছ মনে হল। তাই এগিয়ে দেখতে এলাম।

সৌদামিনী॥ ঠিকই দেখেছেন। নরেনদার সঙ্গে আজ আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি।

বৈরাগী॥ কিন্তু তোমার মা ত তোমাকে নিয়ে যেতে আমাকেই পাঠালেন। উনি এলেন কি ভাবে?

সৌদামিনী॥ উনি আমার মেজ দেওরের বন্ধু। এখানে পাখি শিকার করতে এসেছেন।

বৈরাগী॥ ও, শিকারে এসেছেন!

সৌদামিনী॥ ওঁর কাছেই শুনলাম, আমাদের ঘরদোর পুড়ে গেছে।

বৈরাগী॥ জামাই বাবাজি তোমাকে সে কথা বলে নি?

সৌদামিনী॥ শুধু বলে নি নয়, মা আমাকে যে চিঠি লিখেছিল তা পর্যন্ত দেয় নি। আজ আমি চলে যাব শুনে গয়নাগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিল। সংসারে টান পড়েছে! ....আমি অনেক নোংরামি এখানে দেখেছি; কিন্তু আমার স্বামী যে এত নীচ, এত হীন তা কোনদিন ভাবিনি।

বৈরাগী॥ মা সৌদামিনী, কার সম্বন্ধে কি বলছ? সংসারের অভাব মেটাবার জন্যে সে তোমার গয়না নিয়েছে, না তোমাদের পোড়া ঘর মেরামতের জন্যে নিয়েছে? আজ, সে টাকা নিয়ে তোমাদের ওখানে যাবে বলেই বেরচ্ছিল। আমাকে দেখে বললে, "আমি আর তাহলে যাব না, আপনিই টাকাগুলো নিয়ে যান।" বললে, তুমি নাকি গয়নাগুলো দিয়েছে--বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক টাকা যোগাড় করে আনতে।

এর পর নাটক দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম খসড়ায় সৌদামিনীর মন ঘনশ্যামের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ায় বৈরাগীর ভূমিকা ছিল। মুদ্রিত বর্তমান নাটকেও কথাকঠাকুরের ভূমিকা ঐ রকম। কিন্তু চরিত্রটিকে বৈরাগী থেকে কথকঠাকুরে রূপান্তরিত করার সার্থকতা অনেক বেশী।

প্রথম খসড়ায় নাটক ব্রজ-র ঘরে শুরু হয়ে ঘনশ্যামের ঘরে শেষ হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত খসড়ায় নাটক ব্রজ-র ঘর থেকে ঘনশ্যামের ঘর হয়ে বউবাজারের বাসায় শেষ হয়েছে। কথকঠাকুরের চরিত্র সৃষ্টির সুবিধে হল এই সৌদামিনী যখন গৃহত্যাগ করে বউ-বাজারের বাসায় গিয়ে ওঠে, তখন কথকঠাকুর কাছাকাছি নেবুতলায় কথক-তা করছিলেন। সুতরাং নরেনের পক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হল।

এবার দেখা দরকার নাটকটি বউবাজারের বাসায় নিয়ে যাওয়ার কি দরকার হোল।

এক কথায় এর উত্তর হল, সৌদামিনী যে ঘনশ্যামকে কতখানি শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে তা বোঝার জন্য তার ঘনশ্যামের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সৌদামিনী ঘনশ্যামকে সহজে পেয়েছিল বলে তার মূল্য বোঝে নি। যখন তার মূল্য বুঝল, তখন সে বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে আবার তাকে পেল। তখন আর হারাবার ভয় রইল না।

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে নাটকের অপর একটি বৈসাদৃশ্য হল কাহিনীতে সৌদামিনীদের বাড়ি পোড়ার কথা বলা হয়েছে। নাটকে সৌদামিনীর মায়ের অসুখের কথা বলা হয়েছে।

কাহিনীতে দেখা যায় সৌদামিনী পালকি করে শ্বশুর বাড়ি গিসল। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার মামার বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ির দূরত্ব খুব বেশী নয়। সুতরাং বাড়িতে আগুন

লাগার ঘটনা যে তার কানে পৌঁছাবে না, তার মায়ের চিঠির অপেক্ষা করতে হবে, এ কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়।

কথকঠাকুর ছাড়া নাটকে আর একটি নতুন চরিত্র হল হোটেলের ছেলে। এর প্রয়োজন হল, কথকঠাকুর ও ঘনশ্যামের আসার মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান দেখানো—অর্থাৎ, ঘনশ্যামকে খাবার কিনতে কিছু সময় দিতে হবে। সুতরাং, হোটেলের ছেলের স্টেজ অ্যাকসান-গুলি খুব ঢিমে তালে হবে, যেন দর্শকের মনে হয়, ছেলেটা এতক্ষণ ধরে কি করছে! অভিজ্ঞ পরিচালক নিশ্চয় বুঝবেন এটি মূক চরিত্র হলেও, একটি দক্ষ কিশোর অভিনেতার প্রয়োজন হবে। তার চোখের চাউনিতে, ঘরে ঢোকার ও ভাতের থালা নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা যেন ফুটে ওঠে।

ঘনশ্যাম যে সৌদামিনীকে মার্জনা করবে একথা প্রথম থেকেই দর্শকদের বুঝতে বাকি থাকে না। ব্রজ বলেছে, যে "ও আমার কত জন্মের আপন জন"। ঘনশ্যাম বলেছে:

> ...... একথা কি তুমি মান যে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু এ জন্মের বা গত জন্মের নয়, কোটি কোটি জন্মের?

সৌদামিনী॥ (মুখের ওপর) না, মানি না।

ঘনশ্যাম॥ (বেদনাহত) ওঃ, এত বড় মিথ্যে কথাটা তুমি কি করে মুখে আনলে?

যার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক তাকে ক্ষমা না করে উপায় কি? তাছাড়া, ঘনশ্যাম বৈষ্ণব। সুতরাং ক্ষমাধর্ম তার মজ্জাগত। সৌদামিনী ঘনশ্যামকে নানাভাবে ভুল বুঝলেও, তার এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় নি যে, অন্তর থেকে ক্ষমা চাইলে ঘনশ্যামের ক্ষমা না করে উপায় নেই।

জন্মান্তরবাদ হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ। অপর স্তম্ভগুলি হল: ঈশ্বরে বিশ্বাস, কর্মফল ও বর্ণাশ্রম। জন্মান্তরবাদ ছাড়া, আস্তিকতা এবং বর্ণাশ্রমের কথাও এই নাটকে এসেছে। ঘুরে ফিরেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা ও তর্ক এসে গেছে। নিঃসন্দেহে, শরৎচন্দ্রের অনুসরণে, ধরণি ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে মত দিয়েছে।

ব্রজ যে নরেনকে সৌদামিনীর যোগ্য মনে করেনি তার কারণ, গিরিবালার কথায়, "মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যতই ভালবাসুক, নির্ভর করে শুধু তাকে, যে নেশা করে না"। এ্যাগনষ্টিক ব্রজ ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নরেনকে অত্যন্ত স্নেহ করত; কিন্তু জানত যে প্রিয়জনের ভার একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসীর হাতে দেওয়াই মঙ্গলজনক।

মঙ্গল, ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে আসতে পারে; আবার ঈশ্বর নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তাঁর সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলি থেকে আনন্দলাভের প্রয়াস থেকেও আসতে পারে। যে ঈশ্বর মানে না, কিন্তু জীবনে যা কিছু সুন্দর তার পূজারী, সে আর যাই হোক নাস্তিক নয়। জীবনের যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর সেগুলি যে ধ্বংস করে, সে ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও ঘোর নাস্তিক।

সৌদামিনীর মায়ের কিন্তু নরেনের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি ছিল, নরেন অব্রাহ্মণ বলে।

হিন্দুধর্মের চতুর্থ স্তম্ভ কর্মফল সম্বন্ধে এই নাটকে কিছু বলা না হলেও, একথা ভেবে দেখার মত যে কর্মফল বা প্রারব্ধ ঐ তিন স্তম্ভের মধ্যে যোগসূত্র। প্রারব্ধ-ভোগের জন্যই পুনর্জন্ম এবং কর্মফল অনুসারেই বর্ণ। আর, (কর্ম করানোর) কর্তা এবং ফলদাতা স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং, হিন্দু ধর্মকে যদি একটি মাত্র ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হয়, তাহলে তা হবে প্রারব্ধ।

প্রারব্ধ মানলে, জীবনের শোক-তাপ-ব্যর্থতা মেনে নেওয়া সহজ হয়। অসুখী বিবাহিত জীবন-ও সহনীয় হয়ে ওঠে। কারণ, তখন একটা সান্ত্বনা থাকে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পূর্ব--নির্দিষ্ট :

শাশুড়ী ॥ ·········এতদিন তোমাকে বলিনি, বাছা। কিন্তু আজ বলছি। এ বউ নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না। যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

ঘনশ্যাম ॥ ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই, মা।

শাশুড়ী ॥ তা কি আর পারিনে বাছা? একদিনেই পারি। এত বড় ধাড়ি মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—

ঘনশ্যাম ॥ সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা? আর, ভালমন্দ যাই হোক, বাড়ির বড় বউকে ত আর ফেলতে পারবে না?

হিন্দুধর্মের মূল ধারণাগুলি এই ভাবে তুলে ধরা সত্ত্বেও নাটকের বক্তব্যে কিন্তু দেবতার নয়, মানুষেরই জয় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

সৌদামিনী ॥ ওগো! তোমরা কি বোঝ না যে সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে এটা বলতে না পারলে আমার মুক্তি নেই? মর্তের মানুষ যে কালি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে—স্বর্গের কোন দেবতা নয়—এই মর্তের মানুষই আবার সেই কালি ধুইয়ে মুছিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে - একথা জানতে না পারলে তোমাদেরই বা মুক্তি কিসে?

কথকঠাকুরের গান (১), (২), (৪) এবং (৫) ধরণির রচনা। তবে, ১ নং গানটি শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় গানের ভাবালম্বনে রচিত। ৩নং গানটি সীতারাম ভাগবতাচার্য সংকলিত "সাধন সঙ্গীত" বই থেকে নেওয়া। এই বইটিতে অনেক সুন্দর সুন্দর ভক্তিগীতি আছে। আগ্রহী ব্যক্তি নিম্ন ঠিকানায় লিখে বই সংগ্রহ করতে পারেন ঃ

শ্রীমতী গৌরী ব্যানার্জী
"হরিভবন"
কনকশালী
ঘটক পাড়া
পোঃ চুঁচুড়া (জেলা হুগলী)

বর্তমান মুদ্রিত নাটকে অন্তর্ভুক্ত গানগুলি ছাড়া, স্বামী নাটকের

বিভিন্ন খসড়ায় আরও কতকগুলি গান পাওয়া গেছে। বাতিল এক নং গানটি ধরণিধর "বিকেল বেলার জুঁই" নাটকে ব্যবহার করেছে।

বাতিল গান (১)

[সৌদামিনীর কণ্ঠে]

ভালবাসা ? ভালবাসা—
দুদিনেরই কাঁদাহাসা,
আকাশ কুসুম লয়ে শুধু
বিনি সুতোর মালা গাঁথা।
কত সাধ, কত আশা,
মধুমাখা কত ভাষা,
তবে কেন এত জ্বালা
প্রাণে পশে এত ব্যথা ?
তোমারে বেসেছি ভালো
তবে কেন নেবে আলো
কেন তবে বিষে বিষে
ম্লান হল দেহলতা॥

বাতিল গান (২)

[বৈরাগীর কণ্ঠে]

হায় সতী, হায় সতী, হায় সতী—
তোমার অঙ্গ খণ্ডিত ক'রে নাচে মহাদেব, তব পতি।

হায় সীতা, হায় সীতা হায় সীতা
কালিমা তোমার মুছাতে রাঘব, নিজে হাতে জ্বালে চিতা।
হায় প্রিয়া (১', হায় প্রিয়া হায় প্রিয়া—
'হরিবোল' বলে ঐ চলে পথে, শ্মশান হল তব হিয়া।

বাতিল গান '৩)
[বৈরাগীর কণ্ঠে]

গাছ তুমি সাক্ষী থেকো
সাক্ষী বনের পাখি।
আকাশ-বাতাস সাক্ষী থেকো
বাঁধি সাধের রাখি॥
কঠিন ডোরে বাঁধন দিলাম,
কথা দিলাম, কথা নিলাম।
হিসাব নিকাশ মিলিয়ে দেখি
কোথাও কিছু নেইকো বাকি॥
আজিকে এই সুখের ক্ষণে
বসি হেথা সঙ্গোপনে,
তোমাকে জানিয়ে যাই
কোথাও আমার নেইকো ফাঁকি।
জানি না ত তবু কেন
চোখের জলে ভরে আঁখি॥

১ বিষ্ণুপ্রিয়া

নিবেদন

ধরণিধর

প্রথম

স্বামী নাটকটি একটানা অভিনীত হবে।

দৃশ্যপট যাতে সহজে এবং দ্রুত পরিবর্তন করা যায় তারজন্য দুটি কাঠামো বানিয়ে নিতে হবে :

১) খানিকটা দেওয়াল, মাঝে জানালা, খানিকটা দেওয়াল এবং (২) খানিকটা দেওয়াল, মাঝে দরজা, খানিকটা দেওয়াল।

নক্সা ১ দেখুন। কাঠামো দুটি সমকোণে সাজানো হয়েছে।

মঞ্চসজ্জায় ব্রজর ঘরের বর্ণনায় যে- দেওয়ালে বড় ক্যালেণ্ডার লাগানো আছে বলেছি, দেওয়ালের সেই অংশের পলস্তারা খসা আঁকা থাকবে। ব্রজর ঘরের দৃশ্যে তা ক্যালেণ্ডারে ঢাকা থাকবে। বউবাজারের বাসার দৃশ্যে তা দেখা যাবে।

ব্রজর ঘরের দৃশ্যে দেওয়াল-জানালা-দেওয়ালকে যদি ভূমি ধরা হয়, তাহলে দেওয়াল-দরজা-দেওয়াল হল লম্ব। আর বউবাজারের বাসার দৃশ্যে দেওয়াল-দরজা-দেওয়াল হবে ভূমি, আর দেওয়াল-জানালা-দেওয়াল হবে লম্ব।

ব্রজর ঘরের দরজা ও জানালায় পর্দা। বউবাজারের বাসায় তা নেই।। ব্রজর জানালায় গ্রীল, বউবাজারের জানালায় মরচে-ধরা গরাদ। তাছাড়া, বউবাজারের দরজার মাথায় আলো আছে। সুতরাং, স্থান দুটি যে আলাদা, সেরকম একটা মঞ্চ-মায়া সৃষ্টি করা যাবে।

ঐ কাঠামোর-ই উল্টো দিকে গেরুয়া রঙ করে আলপনা দিয়ে নিলে ঘনশ্যামের ঘর হয়ে যাবে। আগের দুটি ঘরের দরজা খোলা ; কিন্তু ঘনশ্যামের ঘরের দরজা শেকল-তোলা। তাছাড়া জানালায় গরাদ নেই এবং দেওয়ালে ছবি থাকবে।

তিন রকমের জানালার আলাদা আলাদা কাঠামো করে প্রয়োজন মত লাগিয়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়

নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা আট। তবে, ছয়জনে এই নাটক অভিনয় করতে পারবেন। একজন অভিনেতা ব্রজ ও ঘনশ্যামের ভূমিকায় এবং একজন অভিনেত্রী সৌদামিনীর মা ও শাশুড়ীর ভূমিকায় নামতে

পারেন। অভিনেতা মশায়ের স্বাভাবিক টাক থাকবে। ব্রজর ভূমিকায় তিনি পরচুলা ও দাড়ি নেবেন। রূপসজ্জার কৌশলে সৌদামিনীর মাকে বয়সের তুলনায় বেশী বুড়ি এবং সৌদামিনীর শাশুড়িকে বেশ ডাঁটো দেখাবে।

এতে, শুধু কম সংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রী লাগবে তা নয়। ঐ অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁদের দক্ষতার একটা ভালরকম পরিচয় দিতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, হোটেলের ছেলের ভূমিকাতেও একটি দক্ষ কিশোর অভিনেতা দরকার; কারণ তার ভাষা নেই মুখে, আছে চোখে।

স্বরলিপি

কথক ঠাকুরের গান (১)

আমার রিক্ত শূন্য/জীবনে সখা

মিশ্র সুর/দাদরা

//া া া।।সা সা ন্‌া / সা পা পা । পা পা পা / ক্ষা ক্ষপা মগা। গমা মপা পগ/
০ ০ ০ আমার রি ০ ক্ত শূ ০ ন্য জী ব০ নে০ স ০ খা০ ০০

/ পা না না ।না নর্সা ধনা / না র্রা র্রর্সা / া া া / পা পা পা ।ক্ষপা পা পা/
বা কি আ র কি০ ছু০ না০ ০ই ০ ০ ০ স ক ল পুঁ০ জি ০

/পা না নধা । ধর্সা না না / র্গ র্গ র্রা । র্সা না ধা / গা মা মপা । গা গা গা /
ঘ্‌ চে ছে০ আ০ মা র্‌ তা ই তো মা পা নে ফি রে চা০ ০ ০ ০ ই

/পা পা পা । গা গা মা / পা না না ।র্সা র্সা র্সা / পা র্রা র্রা । র্রা র্রা র্রর্সা/
আ জ বু ঝি য়া ছি তু মি যা দি য়ে ছ স ক লি নি য়ে ছ০

/র্গর্রা র্রর্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা / র্সা র্গা র্গা । র্গা র্গা র্গর্পা / র্গা র্রা র্সা । র্সা র্সা র্সা/
ফি০ রে০ ০ আ বা র তু মি দে বে তা ০হা দু হা ত্‌ ভ রি য়ে

/র্সা না ধা ।পা গা মা / র্সা না না। না না র্না /
ফি রে ষ ব ষ বে নী ড়ে ০ ০ ০ ০

/পা পা পা । গা গা মা / পা না না । র্সা র্সা র্সা / পা র্রা র্রা । র্রা র্রা র্বর্সা/
সু ধা হা তে ল য়ে অ সি বে গো নি জে ভ রি তে চি ০ ত্ত০

/র্গর্রা র্রর্সা র্সা । । র্সা না / র্সা র্গা র্গা । র্গা র্গা র্গপা / র্গা র্রা র্সা । র্সা র্সা র্সা/
অ০ মা০ রি ০ আ মি সে ই প থ চা হি০ স ম য় নি র খি

/ । । । । । র্সা র্সা / র্সা না ধা । পা গা মা / র্সা না না । না না না /
০ ০ ০ ০ যে ন দাঁ ড়া য়ে থা কি তে পা রি ০ ০ ০ ০

/ । । । । । সা না / সা গা গা । গা গা সা / সা পা পা । পা পা পা /
০ ০ ০ ০ শেষে অ জা না স ম য় আ সি লে নি ক টে

/ । ।। । । গা মা / পা না না । না র্সা নর্সা । নর্রা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা ///
০ ০ ০ ০ যে ন তো মা র চ র ণ০ পা ০ ০ ০ ০ ই

কথক ঠাকুরের গান (২)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ

মিশ্র আসাবরি/ঝাঁপতাল

//সা ঋা। মা মা মা । মা গা । পা পা পা /সা সা । ণদা দা া। পা মা। দা পা পা/

হ রে কৃ ০ ষ্ণ হ রে কৃ ০ ষ্ণ কৃ ষ্ণ কৃ০ ষ্ণ০ হ রে হ রে০

/পা দা । দা র্সা র্সা । না র্সা । না দা পা /গমা পা। দা দা পা। গা মা। গা ঋা সা/

তো মা র্ ধ্যা নে তো মা র্ জ পে ম০ ন যে আ মার্ পা গ ল্ ক রে

/সা ঋা । মা মা মা । মা গা। পা পা পা / সা সা । ণদা দা া। পা মা। দা পা পা/

হ রে রা ০ ম হ রে রা ০ ম রা ম রা০ ম০ হ রে হ রে০

/পা দা । দা র্সা র্সা । না র্সা । না দা পা /গমা পা। দা দা পা । গা মা। গা ঋা সা/

তো মা র্ না মে তো মা র গা নে ন০ য় ন্ আ মার্ জ লে ০ ভ রে

/ দা দা । র্সা র্সা র্সা । র্সা না। র্ঋা র্ঋা র্সা/ র্সা র্ঋা। র্গা র্গা র্মা । র্গা র্মা । র্ঋা র্ঋা র্সা/

হ রে কৃ ০ ষ্ণ হ রে রা ০ ম কা টে দি ০ বা কা টে যা ০ ম

/। পা পা পা। পা ক্ষধা ধা ধা/। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সনা র্রা র্সা/
০ মিছে ভাব্ মি ছে ০০ ভং গী ০ মিছে জাঁক্ জ ম০ ক্ সংগী

/র্গা র্গা র্রা র্সা। ধনা ধনা ধা পা/সা না ধা পা। গমা পা মা গা/
কে হবে সং ০ গে০ ০র সং গী কো থা র বে দা০ স্ দা সী

/সা সা সা সা। না সা না ধা/
মি ছে আ দর্ মি ছে মা ন্

/মা মা মা মা। মা মগা পা পা। পা পা পা পা। পা পক্ষা ধা ধা/
মি ছে অ হং অ ভি০ মা ন্ কে শে যেই প ড়ি বে টা ন্

/। র্সা নধা ধপা। গা গমা পা ক্ষগা/
০ শুকি য়েযা বে০ মু খে০ র্ হাসি

/। পা পা পা। পা ক্ষধা ধা ধা/। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সনা র্রা র্রা/
০ জগ তের উ প ০র্ নি চে ০ যাদে খস কলি মি ছে ০ ০

/র্গা র্গা র্রা র্সা। ধনা ধনা না ধপা/র্সা না ধা পা। গা গমা পা মগা//
ছা ড় রে মন্ ঐমি০ ছে০ র্ পিছে ধ র রে সেই অ বি০ না শী০

কথক ঠাকুরের গান (৪)

ও মানিনী করলি একি

মিশ্র সুর/দাদরা

// র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা / না না র্সা । ধা ধা পা / ধা ধা ধা । ধা ধপা পা /

ও ০ মা নি নী ০ ক র্ লি এ কি০ ছা ড়্ লি এ ম০ ন্

/ ধা ধা ধপা । র্সা র্সা র্সা / । । । / পা পা ক্ষা / পা ক্ষপা ধ । ধা ধা ধা /

সু খে ০র ঘ ০ র ০ ০ ০ ও তো র্ প রা০ ন্ বঁ ধু ০

/ ধা পধা না । না না না / র্সা র্সা র্গা । র্রা র্সা র্সা / না না ধা । র্সা র্সা র্সা /

পা য়ে০ ০ ঠে লে ০ আ প ন্ জ নে ০ ক র্ লি প ০ র্

/ ।। । । । র্সা র্সা / র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা / না না র্রা । র্স র্সা র্সা/

০ ০ ০ ০ ও যে খ ল ০ না য় ক্ ন ০ ষ্ট ক রে ০

/না না না । না ধা ধা / র্সা র্সা না । র্রা র্সা র্সা / র্গা র্গা র্গা। র্গা র্রা র্রা/

জা নে০ ক ত০ ছ লা ০ ক লা০ বা ই রে হা সি ০

/র্মা র্মা র্মা। র্মা র্মা র্মা / র্গা র্গা র্গা। র্রা র্রা র্সা/ না না ধা। র্সা র্সা র্সা/

মি ০ ষ্টি ক থা ০ ভে ত ০ রে ও র বি ষে র জ্বা লা ০

/র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা/ না না র্রা। র্সা র্সা র্সা/

খে লা ০ শে ষে ০ পা য়ে ০ ঠে লে ০

/না না না। না ধা ধা/ র্সা র্সা না। র্রা র্সা র্সা/র্গা র্গা র্গা। র্গা র্রা র্রা/

ন কল প্রে মিক যা বে ০ চ লে ০ কূ ল হা রা য়ে ০

/র্মা র্মা র্মা। র্মা র্মা র্মা/ র্গা র্গা র্গা। র্রা র্রা র্সা/ না না ধা। র্সা র্সা র্সা/

দি ক্ ভু লে তু ই ভা স্ বি শু ধু ০ ন য় ন্ জ লে ০

/ া া া। া পা পা / পা ক্ষপা ধা। ধা ধা ধা / ধা পধা না। না না না/

০ ০ ০ ০ ত খন্ প র০ ম্ প তি ০ প র০ ম্ গু রু ০

/র্সা র্সা র্গা। র্সা র্সা র্সা / না না ধা । র্সা র্সা র্সা //

ব ল্ বে এ সে ০ হা ত টি ধ ০ র্

কথক ঠাকুরের গান (৫)

নিঃ শেষে সব দিয়ে দে তুই

মিশ্র সুর/দাদরা

//সা রা জ্ঞা। পা পা পা / র্সা ধা ধা। ধা পা ক্ষা / পা পা ক্ষা। জ্ঞা জ্ঞা রা/

নিঃ ০ শে ষে স ব দি য়ে ০ দে তু ই যা ০ আ ছে তো র্

/ সরা সরা রা। ।।। / পা ধা র্সা। র্সা র্সা র্সা/ ধর্সা ধর্সা র্রা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রর্সা/

তু০ গে০ ০ ০ ০ ০ ব হু গু ণ তা র ফি০ রে০ ০ দে বে ০০

/নর্সা নর্সা র্সা। পা জ্ঞা জ্ঞা/ সরা সরা রা। ।। । /

হ০ রি০ ০ ০০ শু নে শু নে ০ ০ ০ ০

/পা ধা র্সা। র্সা র্সা ধা/ধর্সা ধর্সা র্রর্জ্ঞা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রর্সা/

জা ০ কি ছু তো র্ জ০ মা০ ন০ ধ ০ ০ন্

/র্রজ্ঞা র্রর্জ্ঞ র্জ্ঞ। র্রা সা সা / র্সরা র্সরা র্জ্ঞ / র্রা র্সা র্সা /

য ত০ ন্ ক রে০ রা০ ০খ্ লি ও ম ন্

/র্সা র্ঋা র্পা। র্পা র্পা র্পা/ র্ঋা র্মা র্জ্ঞা। র্ঋা র্সা র্সা/

কাঁ দ্ বি বসে০ দে খ্ বি তখন

/নর্সা নর্সা র্সা। পা পা পা/ সঋা সঋা ঋা । । । । //

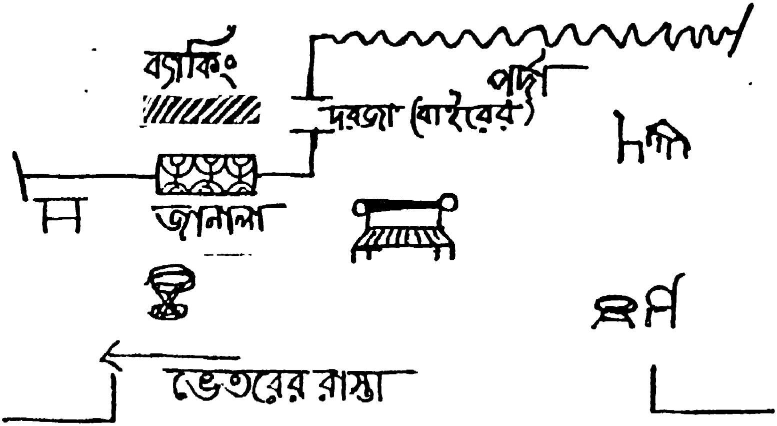
স০ বি০ ০ ০ যে ন ঘু০ ণে০ ০ ০ ০ ০

মঞ্চের নক্সা

গোরা মিত্র

নক্সা ১

ব্রজর ঘর



উঁচু টেবিল — মোড়া

আরাম কেদারা

লেখাপড়ার টেবিল

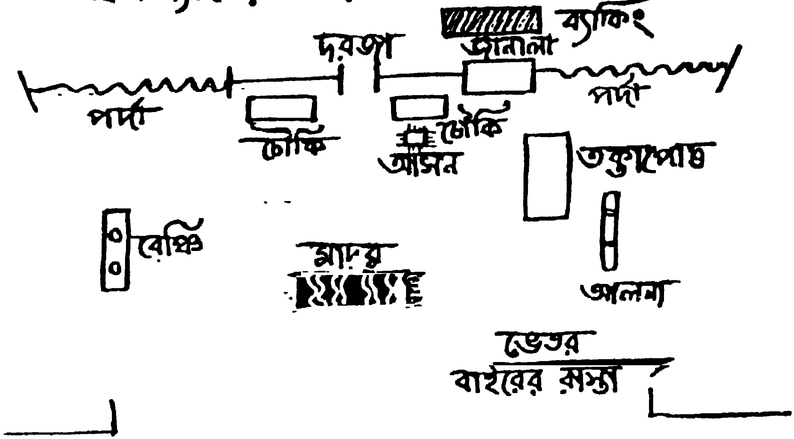
মানানসই হাতলবিহীন চেয়ার

নীচু টেবিল

মানানসই হাতলওলা চেয়ার

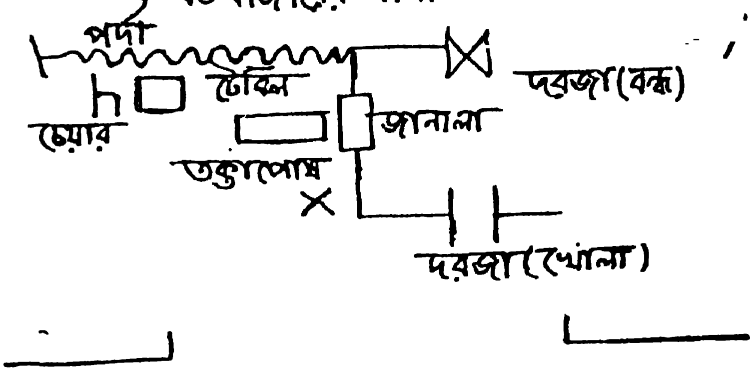
❀ নক্সা ২ ❀

ঘনশ্যামের ঘর



❀ নক্সা ৩ ❀

বউবাজারের বাসা



মঞ্চসজ্জার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা

১) বেদীসহ অশ্বত্থ গাছের অংশ

২) বেদীসহ সম্পূর্ণ অশ্বত্থ গাছ (ব্যাকিং)

বৃদ্ধ-র ঘরে

৩) জানালার শান্তিনিকেতনি পর্দা

৪) উঁচু টেবিল

টেবিলে

৫) ফুলদানী

ফুলদানীতে

৬) কিছু বাসি ফুল

৭) শান্তিনিকেতনি মোড়া

৮) আরাম কেদারা

৯) লেখাপড়ার টেবিল

টেবিলে

১০) ইংরাজী-বাংলা বই-একটার মলাট নীল

১১) হাতল বিহীন চেয়ার

১২) নীচু টেবিল

টেবিলে

১৩) টেবল ক্লথ (ছুঁচের কাজ করা)

১৪) পত্র পত্রিকা

১৫) খবরের কাগজ

১৬) হাতলওয়ালা চেয়ার

১৭) এক পাতার বারমাসের বড় ক্যালেণ্ডার

-- ১ জানুয়ারী থেকে ২০/২১ মে পর্যন্ত তারিখগুলির ওপর কাটা চিহ্ন।

ঘনশ্যামের ঘরে

১৮) বড় জলচৌকি

জলচৌকির ওপর

১৯) তোরঙ্গ

তোরঙ্গের মধ্যে

২০) সৌদামিনীর কাপড়-চোপড়

২১) গয়নার বাক্স

গয়নার বাক্সে

২২) আট গাছা চুড়ি

২৩) ছোট জল চৌকি

জল চৌকির ওপর

২৪) কিছু ধর্মপুস্তক

জল চৌকির আশে পাশে

২৫) আসন

২৬) অর্ঘ সমেত কোশাকুশি

২৭) ফুল চন্দন সহ্ পুষ্পপাত্র

২৮) ধূপদানি

ধূপদানিতে

২৯) জ্বলন্ত চন্দন ধূপ

৩০) ধূপ জ্বালাবার দেশলাই

৩১) তক্তাপোষ

তক্তাপোষের ওপর

৩২) তোষক

তোষকের ওপর

৩৩) সাদা চাদর

৩৪) বালিশ

তক্তাপোষের নীচে

৩৫) সৌদামিনীর চটি

৩৬) দুজন বসার মত ছোট বেঞ্চি

৩৭) আলনা

আলনায়

৩৮) সৌদামিনী ও ঘনশ্যামের কাপড় -জামা-গামছা ইত্যাদি

৩৯) মাদুর

মাদুরের ওপর

৪০) বালিশ

কথকঠাকুরের ৪র্থ গানের সময় --

৪১) জলচৌকি

৪২) সুদৃশ্য আসন

বউবাজারের বাসায়

৪৩) হাতল ছাড়া চেয়ার

৪৪) খাবার ছোট টেবিল

টেবিলের ওপর

৪৫) থালায় (ক) ভাত (খ) ডাল (ঘ) তরকারি

৪৬) কাঁচের গ্লাস ভর্তি জল

৪৭) ভাত ঢাকা দেওয়ার থালা

৪৮) তক্তাপোষ

তক্তাপোষের ওপর

৪৯) তোষক

৫০) হ্যাণ্ডলুমের ছাপা চাদর

৫১) বালিশ

৫২) দুটি ব্র্যাকেট

প্রতি ব্রাকেটে

৫৩) ৬০ ওয়াট বাল্ব

৫৪) ঘরের ভেতরে দরজার বাঁদিকে দেওয়ালে সুইচ বোর্ড ও ওয়্যারিং

৫৫) ব্যাকিং-এর দরজার তালা

পাত্র পাত্রীদের ব্যবহারের জন্য
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা

সৌদামিনীর হাতে

১) কিছু ডাঁটা সমেত টাটকা ফুল

শাশুড়ির হাতে

১) মাছের ব্যাগ

২) টাকা

৩) ডিসে এক কাপ চা

শাশুড়ীর আঁচলে

চাবির গোছা

ঘনশ্যামের ঘরে আলনায় ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেটে কাগজে চিঠি

নরেনের কাঁধে

জামাকাপড়-ভরা ব্যাগ

নরেনের হাতে

জামা কাপড়ের প্যাকেট

ঘনশ্যামের হাতে

খাবারের চ্যাঙারি

সাজ-সজ্জার জন্য বিশেষ দ্রব্যের তালিকা

সৌদামিনীর

১) কানের রিঙ
২) দুল
৩) সরু চেন হার
৪) চওড়া হার
৫) বালা
৬) শাঁখা
৭) নোয়া
৮) সিঁদুর

ঘনশ্যামের

১) পট্টবস্ত্র
২) নামাবলী
৩) গোপীচন্দন (গোলা)
৪) কণ্ঠি
৫) পৈতে

কথকঠাকুরের

১) পট্টবস্ত্র
২) উড়ানি
৩) গোড়ের মালা
৪) চন্দন

পাত্রপাত্রী

সৌদামিনী

সৌদামিনীর মামা ব্রজ

সৌদামিনীর প্রণয়ী নরেন

সৌদামিনীর স্বামী ঘনশ্যাম

সৌদামিনীর শাশুড়ি

কথকঠাকুর এবং হোটেলের ছেলে

ঃ স্থান ঃ

শুরুতে একটি পল্লীগ্রামে ব্রজর ঘর, মাঝে আর একটি গ্রামে ঘনশ্যামের ঘর,

শেষে কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে একটি সস্তা বাসাঘর

: কাল :

বর্তমান

প্রথমে বৈশাখের অপরাহ্ন, মাঝে শ্রাবণের সকাল, শেষে ঐ দিনই রাত্রি

আলোর উৎস

ব্রজর ঘরের দৃশ্যে পড়ন্ত সূর্য, ঘনশ্যামের ঘরের দৃশ্যে সকাল সাড়ে আটটার সূর্য, বউবাজারের বাসার দৃশ্যে প্রথমে বিকালের সূর্য ও পরে ৬০ ওয়াট বৈদ্যুতিক বাল্ব।

স্বামী (নাটক)

যবনিকা উঠলে দেখা যাবে প্রথম বা দ্বিতীয় উইংসে একটি কালো পর্দা মঞ্চের পেছনের বাকি অংশ ঢেকে রেখেছে। মঞ্চের বামকোণে (দর্শকদের ডানদিকে) একটা অশ্বত্থ গাছের অংশ। তার নীচে বসে কথক ঠাকুর গাইছে

কথকঠাকুরের গান (১)

আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা
বাকি আর কিছু নাই।
সকল পুঁজি ঘুচেছে আমার
তাই তোমা পানে ফিরে চাই।।

আজ বুঝিয়াছি তুমি যা দিয়েছ
সকলই নিয়েছ ফিরে।
আবার তুমি দেবে তাহা দুহাত ভরিয়ে
ফিরে যাব যবে নীড়ে।।

দর্শকদের বাঁদিক থেকে সৌদামিনীর মায়ের প্রবেশ।
ধীরে ধীরে কথকঠাকুরের দিকে এগায়

সুধা হাতে লয়ে আসিবে গো নিজে

ভরিতে চিত্ত আমারি।

আমি সেই পথ চাহি সময় নিরখি

যেন দাঁড়ায়ে থকিতে পারি।।

শেষে অজানা সময় আসিলে নিকটে

যেন তোমারি চরণ পাই।।

গান শেষ হলে মা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে

মা।। (মাথা তুলে) ওদিকে গেলে আমাদের বাড়ি যাবেন। (উঠতে উঠতে) অনেক দিন তো যাননি।

কথক।। যাব বইকি, মা, নিশ্চয় যাবো। (উঠে) আপনাদের সব খবর ভালো তো ? ব্রজবাবু, সৌদামিনী মা সব ভাল আছেন ?

মা ঘাড় নেড়ে জানায় "ভালো আছে"

তা সৌদামিনী মায়ের জন্য যে সম্বন্ধটা এনেছিলাম, সে ব্যাপারে ব্রজবাবুর সঙ্গে কিছু কথা হল?

মা ।। না, এখনও কথা বলার সুযোগ করে উঠতে পারি নি। কথা পাড়তে গেলেই বলে, "ও পরে হবে"।

কথক ।। এই আষাঢ়ে আমি কলকাতায় যাব পাঠ করতে। লেবুতলার ভট্টাচায্যিরা দুমাস ভাগবত দেবে। ওঁদের ভালো লাগলে, এই কাজটা আমার প্রতি বছরই হতে পারে। (সৌদামিনীর মাকে পার হয়ে যেতে যেতে) যাওয়ার আগে দুহাত এক করে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। ওরা-ও খুব তাড়া দিচ্ছে —

মা ।। (অনুসরণ করে) আজই যেমন করে হোক কথাটা পাড়ব। আপনি একবার সন্ধের দিকে আসুন না?

কথক ।। বেশ মা, যাব।

দর্শকদের বাঁদিকে প্রস্থান পথের দিকে আরও এগতে থাকে

মা ।। (চারিদিকে তাকিয়ে) আকাশটা কি রকম করে এল দেখ। একটা কালবৈশাখী উঠবে মনে হচ্ছে —

দুজনের প্রস্থান

নিষ্প্রদীপ

আবার আলো জ্বললে সৌদামিনীকে ঐ কালো পর্দার ওপর মঞ্চের মাঝখানে দেখা গেল। তার পরনে একটি আটপৌরে চেক শাড়ি, গলায় সরু চেন, কানে রিঙ, খালি হাত

।। সৌদামিনীর প্রথম মনোলোগ ।।

আমার সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া । আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশি ত তিনি চোখে দেখে যেতে পারেন নি । তবে, এমন করে আমার ভিতরে বাইরে মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন কি করে ? বীজমন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা প্রকাশ করে গেছেন ।

বয়স আমার সতের । আমার বাইরের দেহটা তার বেশি প্রাচীন হতে পারে নি । কিন্তু এই বুকের ভেতরটায় ? এখানে যে বুড়ি তার সাতাশি বছরের শুকনো হাড়গোড় নিয়ে বাস করে আছে তাকে দেখতে পাচ্ছ না ? দেখতে পেলে, এতক্ষণ ভয়ে আঁতকে উঠতে ।

অশ্বত্থ বেদীর দিকে সরে যেতে যেতে

বাবার মৃত্যুর পর এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ি চলে এলেন। মামা বিয়ে করেন নি। তাই, গরীবের ঘর হলেও, আমার আদরযত্নের কোন ত্রুটি হল না। তাঁর কাছে বসে কত বই-ই না আমি পড়েছিলুম। (বেদীতে বসল) কিন্তু, মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানতেন না। পুজো- অর্চনা, বার-ব্রত — এসব তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। আমরা তাঁর বাড়িতে আসার পর থেকে সন্ধে বেলায় শাঁখ বাজতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু, শঙ্খধ্বনি শুনে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতেন না। ক্যালেন্ডারে একটা তারিখে কাটা দিয়ে বলতেন, " আরও একদিন আয়ু ক্ষয় হল "। আজ চরম মূল্য দিয়ে বুঝেছি, বাঙালী হিন্দুর ঘরে এসব কথা যারা বলে, তারা শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যেই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পেছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

কিন্তু, তখন কি ছাই এসব বুঝেছিলুম ? তখন কি জানতুম, সূর্যের চেয়ে বালির তাপেই গায়ে ফোস্কা পড়ে বেশী ?

উঠল। কথা বলতে বলতে দর্শকদের বাঁদিকে যেতে থাকে।

এই ফাঁকে মঞ্চাধ্যক্ষ বেদীসমেত অশ্বত্থ গাছের অংশ সরিয়ে নেবেন

জানলে কি আর নরেন যখন মামার সঙ্গে ঈশ্বর- পুনর্জন্ম-সমাজব্যবস্থা ——এসব নিয়ে তর্ক জুড়ে দিত, তখন কি মরতে সে জায়গায় থাকতুম, না নিজের বিদ্যে জাহির করার জন্যে ঐ সব তর্কে যোগ দিতুম ?

ধীরে ধীরে কালো পর্দা সরে গেল ।

সৌদামিনীর মামা ব্রজর ঘর (নক্সা ১)

মঞ্চের ডান দিকে পেছনের কোণে একটি উইংস থেকে দেওয়ালের অংশ এসে জানালায় ঠেকেছে । গ্রিল দেওয়া জানালা, খোলা, শান্তিনিকেতনি পর্দা সরানো। জানালা দিয়ে একটা বেদী দিয়ে ঘেরা অশ্বত্থ গাছ দেখা যাচ্ছে । এ সেই গাছ যার অংশ-বিশেষ, নাটকের শুরুতে দেখা গিয়েছিল । গাছের ওদিকে কালবৈশাখী ওঠার আগের থমথমে আকাশ । জানালার পরে আরও একটু দেওয়াল। তার সঙ্গে সমকোণে দেওয়ালের আর এক অংশ দরজায় গিয়ে ঠেকেছে। দেওয়ালের ঐ অংশের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে এক পাতার বারো মাসের বেশ বড় ক্যালেন্ডার।

পর্দা লাগানো দরজা খোলা। দরজার পরে আর একটু দেওয়াল। দর্শকদের ডানদিক থেকে একটা কালো পর্দা এসে দেওয়ালে মিশেছে। উইংস থেকে দেওয়ালের যে অংশ বেরিয়েছে তার গা ঘেঁসে একটি ফুলদানি, তাতে কিছু বাসি ফুল। সৌদামিনী কথা বলতে বলতে দর্শকদের বাঁদিকে যেখানে দাঁড়াবে তার পেছনেই একটা শান্তিনিকেতনি মোড়া। মোড়া থেকে একটু দূরে দর্শকদের ডান দিকে একটি আরাম কেদারা, দর্শকদের দিকে মুখ করে বসা বা শোওয়া যায়। আরামকেদারাকে শীর্ষবিন্দু ধরে একটা ত্রিভুজ (◁) আঁকলে তার পাদদেশে যে দুটো কোণ হবে তার (দর্শকদের থেকে) দূরের কোণে লেখাপড়ার টেবিল ও হাতলবিহীন চেয়ার। চেয়ারের পিঠ আরামকেদারার দিকে। টেবিলে স্তূপীকৃত ইংরাজী-বাঙলা বই। ত্রিভুজের অপর (দর্শকদের কাছের) কোণে একটি নীচু টেবিল। টেবিলের ওপর একটি ছুঁচের কাজ করা টেবল ক্লথ, তার ওপর কিছু পত্র-পত্রিকা ও খবরের কাগজ। টেবিলের ওপাশে (দর্শকদের ডানদিকে) মানান সই হাতলওলা চেয়ার।

দর্শকদের বাঁদিকে মঞ্চের সামনে দিয়ে ভেতরে যাওয়ার রাস্তা

পর্দা সরে গেলে দেখা গেল সৌদামিনী মোড়ার কাছে দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। ব্রজবাবু পড়ার টেবিলের চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছেন। নরেন নীচু টেবিলের চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে।

ব্রজ ।। (ডানদিকে ঘুরে) আচ্ছা নরেন, সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, একথা যারা বলে, তাদের সম্বন্ধে তোমার কি মত ?

সৌদামিনী ঘুরে মোড়ার দিকে যায়

নরেন।। (কাগজ মুড়ে রাখতে রাখতে) যে বস্তুর অস্তিত্বই মানি না, তাকে, ভূত বা ভবিষ্যৎ কোথাও-ই খুঁজে দেখতে চাই না। বর্তমানে তো নয়ই।

সৌদামিনী মোড়ায় বসে। ব্রজ বইটা খোলা অবস্থায় টেবিলে রেখে জানালার কাছে যেতে যেতে

ব্রজ।। সত্যিই নরেন, তোমার বুদ্ধির প্রখরতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তোমার কথা শুনে আমার মনেই হয় না, তুমি এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের তুলনায় অনেক বেশী। এবং তোমার কথা বলার ভঙ্গীটিও মনোমুগ্ধকর ।

ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়

সদু, সময়মতো নরেনদের বাগান থেকে কিছু ফুল আনিস। (জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে) জানো নরেন , এই জানালার

ধারে দাঁড়িয়ে আমি রোজ সকালে এক মজার দৃশ্য দেখি। তোমাদের বড় পুকুরটায় স্নান সেরে সকলে ঐ অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় জল দেয়। কেউ বা ঘটি থেকে, কেউ বা গামছা নিঙড়ে, কেউ বা অন্যের কাছ থেকে চেয়ে এক গণ্ডুষ। (ঘুরে) আমি ভেবে পাই না, কেন লোকে এই কাজ করে? কি দরকার?

সৌদামিনী।। (ব্যঙ্গের সুরে) "অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং, দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।"

ব্রজ।। (উৎফুল্ল, যেন একটা ধাধার উত্তর খুঁজে পেয়েছে) গীতার বিভূতিযোগ। (সৌদামিনীকে) ঠিক কিনা ?

সৌদামিনী সম্মতি জানিয়ে মাথা নামায়, দুহাতের আঙ্গুল নিয়ে খেলা করে।

(এগিয়ে আসতে আসতে) নরেন, তুমি গীতা পড়েছ ?

আরামকেদারার ডানদিকে চলে আসে

নরেন।। না ....মানে .... আমি এখনও

ব্রজ।। সদুর কিন্তু পড়া হয়ে গেছে। (আরাম কেদারার সামনে সরে যায়) শুধু পড়া নয়, কয়েকটা শ্লোকও মুখস্ত হয়ে গেছে। (আরাম কেদারায় বসল)

সৌদামিনী।। (লজ্জিত) কয়েকটা নয়, ঐ আধখানাই —

ব্রজ।। (মজা করে) জানিস সদু, তোর মাকেও আমি ঐ গাছের গোড়ায় জল দিতে দেখেছি। তোর মাকে যখন বললাম, নারায়ণ ঐ গাছের মধ্যে নেই, থাকতে পারে না ... ... তখন গিরি জবাব দিল, "নারায়ণ ওর মধ্যে থাক না থাক, গাছের ত জল দরকার দাদা"। অর্থাৎ তার যুক্তি, দেবতার নামে যদি লোককে দিয়ে জল দেওয়ার কাজটা করিয়ে নেওয়া যায়, ত মন্দ কি? (হেলান দিয়ে বসল)

নরেন।। কিন্তু মানুষ যাতে গাছের গোড়ায় জল দেয় তার জন্যে ধর্ম ও দেবতার নামে ভাঁওতা দেওয়াটাই ত আপত্তিকর। এর মধ্যে কোন ভাল আছে মনে হয় না।

সমর্থনের আশায় সৌদামিনীর দিকে তাকায়

সৌদামিনী।। দেবতা বা ভাঁওতা — এদের কোনোটাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এদের আবার ভাল-মন্দ কি? অর্থাৎ, আমি বলতে চাই যে আমরা সেই সব বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাবো যা আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি, যা আমরা ছুঁতে পারি, এমন কি যা অনুভব করতে পারি। (উঠল)

ব্রজ সৌদামিনীর বিদ্যাবত্তায় আবার উৎফুল্ল হয়ে ঠেসান ছেড়ে উঠে বসে

ব্রজ।। হাক্সলি, হাক্সলি। ......নরেন, ঐ বইটা আন ত।

নরেন পড়ার টেবিলের কাছে যায়

সৌদামিনী।। আমি ফুল আনিগে, মামা? (দরজার দিকে এগয়)

ব্রজ।। (নরেনকে) ঐ যে নীল-মলাটের বইটা —

নরেন বইটা তোলে

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐটে .... আন —

নরেন বইটা নিয়ে এগিয়ে আসে

সৌদামিনী দরজার কাছে পৌঁছে যায়।

ব্রজ বই-এর পাতা উল্টে ঠিক জায়গাটি বার করে

ব্রজ।। এইযে। যা কিছু আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুভব করতে পারি না ....

সৌদামিনীর মায়ের প্রবেশ।

সৌদামিনী চৌকাঠ পার হয়

মা।। সদু, এখন আবার চললি কোথায় ? ঝড় যে উঠল বলে।

সৌদামিনী।। (বাইরে থেকে জানালায় মুখ রেখে) দুটো ফুল আনতে যাচ্ছি, মা। ঝড় ওঠার আগেই চলে আসব ।(আদুরে গলায়) লক্ষ্মী, মা আমার।

প্রস্থান

মা।। (দ্রুত জানালার কাছে যায়) যাসনি সদু, আমার কথা শোন –

মেয়েকে আটকাতে না পেরে ব্যথা পায়। জানালা দিয়ে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে

ব্রজ।। (নরেনের দিকে বইটা এগিয়ে) নরেন, হাক্সলি-র এই বইখানা পড়েছ কি?

নরেন।। (বই নিয়ে দেখে) না, পড়িনি ত।

ব্রজ।। (গর্বিত) সদুর কিন্তু পড়া হয়ে গেছে। দেখলে ত কেমন Quote করল?

মা।। (ঘুরে) ভাগনীকে অনেক বড় বড় বই ত পড়ালে দাদা, এবার গুরুজনদের একটু মান্য করতে শেখাও।

ব্রজ।। (মজা করে) দুই গুরুজন যদি দুরকম আদেশ করে ত কার কথা শুনবে বল ত গিন্নি ?

মা কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল

আমি যে ওকে নরেনদের বাগান থেকে ফুল আনতে বললাম।

মা ।। তা, এতক্ষণ গেলেই ত পারত ।

ব্রজ ।। (যেন কত অপরাধী) একটা তর্ক উঠে পড়ল যে ।

মা।। তোমাদের তর্কে ওর এত থাকার দরকার কি?

নরেন ।। সৌদামিনীর কিন্তু তর্ক করবার একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। এখনই ত একটা প্রশ্নে আমাকে হারিয়েই দিল ।

বই হাতে নীচু টেবিলের চেয়ারে বসল

মা ।। ছেলেদের সঙ্গে তর্কে মেয়েদের বেশী জেতা ভাল কথা নয়, নরেন । তাতে সুখও হয় না, শান্তিও হয় না ।

নরেন।। আপনার এ কথাটা আমি ঠিক মানতে পারলাম না।

মা।। তুমি না মানলে, তর্ক করে আমি তোমাকে বোঝাতেও পারব না। এখন, যে কথাটা তোমরা দুজনেই বুঝবে তা বলি, শোন। (মোড়ায় বসল)

আকাশ কাল মেঘে ঢেকে যাচ্ছে

সদুর বিয়ের একটা সম্বন্ধ এসেছে ।

ব্রজ হতচকিত। নরেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। নিজেকে সামলাতে বই-এ চোখ রাখে ; কিন্তু ব্রজ ও মায়ের কথার মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকায়

ব্রজ ।। সদুর বিয়ের সম্বন্ধ কি রে ? ও ত এখনও আঠার পেরয় নি । বিলেত আমেরিকায় মেয়েরা ত এ বয়সে -

মা ।। বিলেত-আমেরিকার কথা তুলছ কেন, দাদা ? আমাদের দেশটা ত আর বিলেত-আমেরিকা নয়। ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসছেন না।

কিন্তু, সমাজ আত্মীয় কুটুম— এদের ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ব্রজ।। (হার মেনে) তা, পাত্রটি কে ?

মা।। (উৎসাহিত) এই চিতোর গ্রামের রাধাবিনোদ মুকুজ্জের ছেলে — ঘনশ্যাম। (উঠে ব্রজর কাছে যেতে যেতে) বাপ নেই, মা আছে। ছোট দুটি ভাই, এক ভাই-এর বিয়ে হয়েছে, আর একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে। তাই, দশ ক্লাস পাস করে রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হয়েছে।

ব্রজ।। (চোখ কপালে তুলে) দশ ক্লাস পাস। তবে বলে পাঠা এখন বছর দুই সদুর কাছে ইংরাজি পড়ে যাক। তারপর বিয়ের কথা বলা যাবে। (খবরের কাগজ টেনে নিল)

মা।। (আন্তরিক ভাবে) তোমার পায়ে পড়ি, দাদা। অমত কোর না। এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে-থুতে কিছু হবে না-

ব্রজ।। (তিক্ত ভাবে) তাহলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিগে যা। তোদের মা-গঙ্গাও এক পয়সা চাইবে না।

মা।। (করুণ ভাবে) আঠারতে পা দিল যে।

ব্রজ।। তা ত দেবেই। সতের বছর বেঁচে রয়েছে যে।

মা।। তুমি কি তবে ওর বিয়ে দেবে না, দাদা? (রাগে ও দুঃখে) এর পরে একেবারেই পাত্র জুটবে না।

নরেন।। আমার মনে হয় আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন।

ব্রজ।। ভয় সত্যি হোক, আর মিথ্যে হোক — তা বলে সদুর মত একটা মেয়েকে ত আর জলে ফেলে দিতে পারা যায় না।

মা।। (কাতর অনুনয়) জলে পড়বে না, দাদা, জলে পড়বে না।

(দ্রুত মোড়াটা টেনে নিয়ে আরামকেদারার পাশে বসে) সংসারের সব ভার বড় ছেলের ওপরেই বটে, কিন্তু ধান-পাট-চালের দালালি করে উপায় মন্দ করে না। তাছাড়া, ঘরে নারায়ণ শিলা আছেন, গরু আছে। পুকুর, চাষের জমি — সবই আছে —

ব্রজ।। (কথা কেড়ে নিয়ে) নেই বুঝি শুধু বড় বৌ? তা সদুর মাথা খাওয়ার জন্যেই কি এতদিন বিয়ে করেন নি?

মা।। (আগ্রহের সঙ্গে) সাতবছর আগে বিয়ে একবার করেছিল। কিন্তু দু-এক মাসের মধ্যেই সে মারা যায়।

ব্রজ।। (চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল) সে কি রে, গিরি? সদুর জন্যে তুই দোজবরে পাত্র ঠিক করলি?

মা।। (উঠে)ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমি আর তাকে ভুলতে পারছি না, দাদা। তার মুখের ভাবে কি একটা আছে, ইচ্ছে হয় বসে বসে দুদন্ড আলাপ করি। (মরিয়া ভাবে)

তুমি একবার নিজের চোখে দেখে এস না, দাদা। বেশী দূর তো নয়। পছন্দ না হয়, না দেবে। তোমার অমতে ত কিছু করব না।

ব্রজ।। (নিতান্তই অনিচ্ছায়) বেশ, বলছিস যখন, যাব। (ঠাট্টার সুরে) দেখে আসি একবার চিতোরের রাজকুমারকে। (জানালার দিকে যেতে যেতে) নরেন, তুমি আর বসবে, না উঠবে?

নরেন।। স্পেন্সারের সম্বন্ধে যে কথাটা বলছিলাম, সেটা শেষ করেহ্ ডঠব।

মা।। (হাল্কা হয়েছে) এসব কথা শুরু হলে তা সহজে শেষ হবে না। আমি যাই। (হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়ে) কি ভীষণ মেঘ করেছে দেখ। (যেতে যেতে) মেয়েটার যে কি দশা হবে কে জানে।

প্রস্থান

ব্রজ ততক্ষণে জানালার কাছে পৌঁছে গেছে

ব্রজ।। আকাশে এরকম মেঘের ঘনঘটা দেখলে আমার "মেঘদূত"- এর কথা মনে পড়ে যায়। (ঘাড় ঘুরিয়ে) নরেন, তুমি "মেঘদূত" পড়েছ?

নরেন।। (বিরক্ত) না পড়িনি। কিন্তু "মেঘদূত"-এর কথা এখন থাক।

ব্রজ।। (ঘুরে এগিয়ে আসতে আসতে)ওহো, তুমি ত স্পেন্সারের কথা বলছিলে —

নরেন।। (বই হাতে উঠে দাঁড়ায়) আমি বলছিলাম ....(গলা চড়িয়ে) আমি সৌদামিনীকে বিয়ে করতে চাই।

ব্রজ।। (আতঙ্কগ্রস্ত) কি বললে নরেন ?

নরেন।। (বইটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে, যেন কিছু অবলম্বন চাই) আপনার কাছে আমার কোন লজ্জা নেই। আপনি আমার শিক্ষক, আমার গুরু। আবার, আপনি আমাকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছেন। তাই, আপনার সঙ্গে কোনরকম লুকোচুরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্রজ।। (আরও একটু এগিয়ে) কিন্তু তুমি যা চাইছ, তা যে অসম্ভব।

নরেন।। কেন? আপনি কি আমাকে সৌদামিনীর যোগ্য মনে করেন না?

ব্রজ।। (আরামকেদারার ডানদিকে সরে এল) নরেন, সদু যদি আমার মেয়ে হত, তাহলে তোমার হাতে ওকে তুলে দিতে কোথাও বাধত না। তুমি যদি আমার ছেলে হতে, তাহলে সদুকে পুত্রবধূ হিসাবে বরণ করে নিতে আমার এতটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ হত না। কিন্তু মুশকিল এই যে সে আমার মেয়ে নয়—ভাগনী, তুমি আমার ছেলে নয় — বিপিন মজুমদারের ছেলে।

নরেন।। কিন্তু তাতে আটকাচ্ছে, কোথায়?

ব্রজ।। (বোঝানর সুরে) তুমি যাঁর ছেলে এবং সদু যার মেয়ে তাদের দুজনের কেউ-ই এ বিয়েতে রাজি হবে না।

নরেন।। (এইটুকুই আপত্তির কারণ জেনে, জোরের সঙ্গে) বাবাকে রাজি করানর ভার আমার। (অনুরোধ) আপনি যদি সৌদামিনীর মাকে একটু বোঝান—

ব্রজ।। (আ[illegible]র পেছনে যেতে যেতে) নরেন, তোমার বাবার সঙ্গে আমার বোনের তফাত অনেক। তোমার বাবা বড়লোক, সে নিঃস্ব বিধবা। তোমার বাবা, তোমার-ই মত, ঠাকুর দেবতা মানেন না; কিন্তু গিরি পাঁজিতে লেখা সব কটি ব্রত- উপবাস করে। তোমার বাবা কত লোককে আশ্রয় দেন, আর আমার বোন অন্যের আশ্রয়ে থাকে। (ডানহাতের তর্জমী তুলে) কিন্তু একটা ব্যাপারে তাদের সাংঘাতিক মিল আছে। সেটা হল এই যে, তারা দুজনেই জাত মানে।

নরেন।। (যুক্তির দুর্বলতায় আরও জোর পায়) কিন্তু আমরা ত জাত-পাত মানি না —

ব্রজ।। (সুবিধা হচ্ছে না দেখে মরিয়া হয়ে) এখানে তোমার আমার

মানা না মানায় কিছু যায় আসে না, নরেন! গিরি জাত মানে, ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে, আর...... তোমার বাবা জাত মানেন সমাজব্যবস্থা বলে। (বাঁহাত নরেনের কাঁধে রেখে সস্নেহে) জানো তো, যারা চোখ বুঝে মানে, তাদের ছুতোর অভাব হয় না?

নরেন।। (এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দেয়) কিন্তু আপনার ছুতোটা কি?

ব্রজ।। (অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে দুপা পিছিয়ে যায়) নরেন!

নরেন।। (বইটা নীচু টেবিলে ফেলে দেয়) আমি স্পষ্ট বুঝেছি, মুখে আপনি যাই বলুন, মনে মনে আপনিও এসব মানেন। জাতের অভিমানে আপনিও অন্ধ।

ব্রজ।। (দু হাতে আরাম কেদারায় মাথা চেপে ধরে, একটু জোরে) নরেন।

নরেন।। (হাতের অবলম্বন চলে যাওয়ায় পড়ার টেবিলের এধারে দুহাতে ভর রেখে) যে ব্যবস্থার পেছনে কোন যুক্তি নেই, কোন

বিজ্ঞান নেই, চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক— কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যাকে অনুভব করা যায় না, আপনি তাতে পুরোদস্তুর বিশ্বাসী।

ব্রজ।। (থতমত খেয়ে যায়। আরামকেদারা ছেড়ে দিয়ে) দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখি। এ একটা মস্ত বড় ধাঁধা। (নিজের মনে হিসাব কষে) সৌদামিনীর প্রতি তোমার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে ত এই ঘরেই? আমার চোখের সামনে? তবু ত সেটা আমি চোখে দেখতে পাইনি। আবার তোমার মুখে সব শুনে সেটা একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতেও ত পারছিনা। (চকিতে ঘুরে পড়ার টেবিলের ওপাশে সরে যায়, প্রায় নরেনের মুখোমুখি, একটু কোণাকুনি। একটা বই তুলে নেয়)। হাটুন এই বইয়ে এক জায়গায় বলেছেন —যা ইন্দ্রিয়াতীত, তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝবে কি করে?

মায়ের প্রবেশ

নরেন।। (ধমকে) চুলোয় যাক আপনার হাট্‌ন।

ব্রজর হাত কাঁপতে থাকে কোনরকমে বইটা টেবিলে রাখে

ওতে আমার জ্বালা জুড়বে না। (ব্রজর বাঁদিকে সরে যায়) এখন আমার একটা কথার স্পষ্ট জবাব দিন। (মাকে দেখতে পায়। সেদিকে তাকিয়ে) আমি যদি সৌদামিনীর মত করাতে পারি, তাহলে আপনারা এ বিয়েতে রাজি হবেন কি না।

মা।। (দৃঢ়কণ্ঠে) না। (এগিয়ে) এ বিয়েতে আমরা কখনই রাজি হব না।

ব্রজ।। (সামাল দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু অত্যন্ত কষ্টে — কারণ তার বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে) শোন নরেন। সৌদামিনীর নিজের মতামতের কোন মূল্য নেই। কারণ তার বয়েস মোটে সতের —

নরেন।। (টেবিলে চাপড় দিয়ে) ঠিক আছে। আমি তার আঠার বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর দেখি কে আমাকে আটকায়।

ঝড়ের বেগে প্রস্থান

ব্রজ অতিকষ্টে আরামকেদারার সামনে যায়। ডান হাত দিয়ে বুকের বাঁদিক ম্যাসেজ করে

ব্রজ।। গিরি, সবই শুনেছিস, তাহলে?

মা।। (কাছে যেতে যেতে) শুনব কি, দাদা? তুমি যা দেখতে পাওনি, আমি ত অনেকদিন ধরেই তা দেখছি।

ব্রজ।। আমি কিন্তু সত্যিই কিছু বুঝতে পারি নি। (ডান হাত বুকে রেখে বাঁ হাতে চেয়ারের হাতল ধরে বসল) এখন বুঝছি, কেন নরেনের অসুখ কিছুতেই সারে না। কেন সে হোস্টেলে ফিরে যেতে চায় না। আর, গেলেই কেন কোন না কোন ছুতোয় পালিয়ে আসে। কেন, কথায় কথায় সে সদুর কাছে হেরে যায়। এখন সবই বুঝছি। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেল, না রে?

বুকের যন্ত্রণায় মুখ সিঁটকে যায়।

মা।। তোমার কি কিছু কষ্ট হচ্ছে, দাদা? (আরামকেদারার মাথার কাছে চলে যায়)

ব্রজ।। (আমল না দিয়ে) জানিস গিরি, জগতের সবচেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই সবচেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানকে উড়িয়ে দেওয়ার ফন্দিতে তারা দিন-রাত এমন ব্যস্ত থাকে যে নাকের ডগায় কি ঘটছে তা দেখতে পায়না।

মা।। কিন্তু তারা দেখতে পায়না বলে, তাঁর লীলা ত থেমে থাকে না, দাদা। (ব্রজর ডানদিকে সরে আসে)

ব্রজ।। তা হয়তো হবে। (আরামকেদারার বাঁ হাতল ধরে একটু মাথা তোলার চেষ্টা করে ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে) আচ্ছা, একটা কথার জবাব দিতে পারিস, বোন? নরেনের ওপর আমার এত বিশ্বাস, এত স্নেহ থাকা সত্ত্বেও জাতের ছুতো তুলে ওর প্রস্তাব আমি মেনে নিতে পারলাম না কেন?

মা।। (ম্লান হেসে) এর উত্তর ত আমাদের কথাতেই আছে, দাদা।

মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যতই ভালবাসুক, নির্ভর করার বেলায় খোঁজে শুধু তাকে, যে নেশা করে না ।

ব্রজ।। (উচ্ছ্বসিত) গিরি, তুই আমাকে লুকিয়ে ব্রত-উপবাস করিস জানি, কিন্তু বই পড়িস তা ত জানতাম না। কি কি বই পড়িস রে ?

জানালায় কথকঠাকুরকে দেখা গেল। এরা কথা বলছে বলে অপেক্ষা করে

মা।। বই আর কি, দাদা ? ঐ রামায়ণ-মহাভারত একটু-আধটু

কথক।। মা ——

মা।। (ঘুরে দেখে) কথকঠাকুর । (ব্রজর দিকে ঘুরে) ভেতরে আসতে বলব, দাদা ?

ব্রজ।। (নিস্পৃহভাবে) বলবি ? তা বল । (আরামকেদারায় মাথা ঠেকিয়ে চোখ বোজে)

মা।। (দরজার কাছে গিয়ে) ভেতরে আসুন।

কথকঠাকুর চৌকাঠ পেরয় । মা
আরামকেদারার মাথার কাছে যায়

মা।। একটা গান শুনবে, দাদা ?

কথক।। (নীচু স্বরে) কিন্তু আমি ত ভগবানের নাম ছাড়া আর কিছু জানি না । সে কি ব্রজবাবুর ভাল লাগবে ?

ব্রজর ডান হাত তুলে কি ইঙ্গিত করল, কে জানে

মা।। ভাল লাগবে বলছে,আপনি গান (মোড়ায় ব্রজর দিকে মুখ করে বসল)

কথকঠাকুরের গান (২)

(গান গাইতে গাইতে আরামকেদারার বাঁদিকে যায়)

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
প্রভু তোমার ধ্যানে, তোমার জপে,
মন যে আমার পাগল করে ।।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

প্রভু তোমার নামে, তোমার গানে,
নয়ন আমার জলে ভরে

হরে কৃষ্ণ, হরে রাম,
কাটে দিবা, কাটে যাম,
বৃথা কাজে, বৃথা সাজে,
ভুলি প্রভু তোমার নাম ।

ওগো দয়াল, আঁধার রাতে
তুমি থাক আমার সাথে
পথ হারালে, কাল ঘনালে,
তোমার শুভ আশিস ঝরে।।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম রামকৃষ্ণ হরে হরে ।।

গানের শেষে ডান দিকে ফিরে ব্রজর দিকে তাকায় ।
ব্রজর তখন শেষ অবস্থা। দুটো হাতই এলিয়ে পড়েছে।
ঘাড়টা একপাশে হেলে গেছে

কথক ।। (অচঞ্চলভাবে) ব্রজবাবু ।

মা।। (ঝুঁকে আরামকেদারার ডান হাতল ধরে) দাদা, দাদা । (কথকঠাকুরের দিকে চোখ তুলে) দাদার কি হল, ঠাকুর?

কথক।। (সমান অচঞ্চল ভাবে) ব্রজবাবুর বুঝি ডাক পড়ল, মা। (একটু থেমে) সৌদামিনী মা কোথায় গেল, আমি দেখি গিয়ে। (প্রস্থানোদ্যত, ফিরে) তুমি যেন এখান থেকে নড়ো না।

দৃঢ়পদক্ষেপে প্রস্থান

ব্রজ।। (চোখ বোজা, অতিকষ্টে) গিরি —

মা।। (সঙ্গে সঙ্গে মোড়া থেকে উঠে ঝুঁকে) তোমার কি হল, দাদা? এইত বেশ কথা বলছিলে। তুমি অমন করছ কেন?

ব্রজ।। জীবনের ভোগ আমার একেবারেই ফুরল রে, বোন। এবার আমি চললাম।

মা।। (কান্নায় গলা বুজে আসছে) তোমার ত এখন কোথাও যাওয়া চলবে না, দাদা। সদুর জন্যে পাত্র দেখতে যাবে না?

ব্রজ।। গিরি, তুই যাকে পছন্দ করেছিস তার সঙ্গেই সদুর বিয়ে দিস। আমি মত দিচ্ছি।

মা।। না দেখেই মত দিচ্ছ, দাদা?

ব্রজ।। (প্রদীপ নেবার আগে জ্বলে ওঠে। দুহাতে আরাম-কেদারার হাতল ধরে ওঠবার চেষ্টা করে) না দেখেই কি রে। ঐ ত তার হাসি-হাসি মুখটা দেখতে পাচ্ছি।

মঞ্চের আলো কমতে থাকে।

একটা দমকা হাওয়ায় পর্দা ক্যালেণ্ডার — সব দুলে ওঠে

ও মুখ কি আজ প্রথম দেখছি রে? ও যে আমার কত জন্মের আপনার জন। কতবার আমি যে ওকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছি। (পেছনে ঢলে পড়ে) কতবার .... কতবার ....

মঞ্চের আলো দপ করে নিবে যায় ।
মঞ্চের সামনের কালো পর্দা নেমে এসে
ঘর-মানুষ সব ঢেকে দিল।
আলো বাড়তে থাকে ।
দর্শকদের বাঁদিক থেকে প্রথমে নরেন ও
পেছনে সৌদামিনীর প্রবেশ। সৌদামিনী
দুহাতে একগুচ্ছ ডাঁটা-সমেত টাটকা
ফুল ধরে আছে

নরেন।। (মঞ্চের মাঝামাঝি পৌঁছে সৌদামিনীর দিকে পেছন ফিরে) সব ত শুনলে? (ঘুরে) এখন কি করবে, বল?

সৌদামিনী।। আমি আর কি বলব?

নরেন।। (এগিয়ে) অন্ততঃ সব ছেড়েছুড়ে আমার সঙ্গে যেতে পারবে কি না, তা বলতে পারবে ত?

সৌদামিনী।। আমাকে কি আজই যেতে হবে ?

নরেন।। (প্রশ্রয় পেয়ে) না, আজই নয় । কলকাতায় একটা বাসা ঠিক করি, তারপর। কিন্তু, আমি যেদিন এসে, যেখানে যেতে বলব, যাবে ত ? (এগিয়ে) সদু, চুপ করে থেক না, কথা দাও ।

সৌদামিনী।। (আত্মসমর্পণ) কথা দিচ্ছি —

নরেন।। (ফুলসমেত সৌদামিনীর দু-হাত ধরে) আমাকে ভুলবে না?

সৌদামিনী।। (গভীর আবেগে) তুমি যদি আমাকে না ভোল, আমিও তোমাকে ভুলব না।

নরেন।। (হাত ছেড়ে) এরপর যদি একজন আমাকে "আপনি" বলে, তাহলে যেন সে যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে তার মরা-মুখ দেখে।

সৌদামিনী।। কেন দিব্যি দিলেন ? আমি ত দিব্যি মানি না।

নরেন।। একবার "আপনি" বলে দেখ না, মানো কি না মানো।

দর্শকদের বাঁদিক থেকে কথক ঠাকুরের প্রবেশ। মাত্র ঢুকেই স্থির দাঁড়িয়ে থাকে

সৌদামিনী।। (বিদ্রোহ করে) আপনি,আপনি আপনি। হোল ত?

(সম্পূর্ণ ঘুরে কথকের মুখোমুখি হয়)

কথক। (সঙ্গে সঙ্গে দুরন্তের জন্য চীৎকার করে) সদু-মা, শিগগির এস। ব্রজবাবু বুঝি আমাদের ছেড়ে চলল — (বলেই প্রস্থান)

সৌদামিনী হাতের ফুল দূরে ফেলে দিয়ে ছুটে গেল। নরেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে

নিষ্প্রদীপ

অন্ধকারে নরেনের প্রস্থান

কালো পর্দাটি পড়ে রইল

দর্শকদের ডান দিক থেকে কথকের প্রবেশ

কথকের গান (৩)

মিছে সুখ, মিছে শোভা, মিছে ভালোবাসাবাসি ।
মিছে সাধ, আহ্লাদ মিছে, কাল সাধে বাদ প্রমাদরাশি ।।

মিছে ধন, মিছে স্বপন, মিছে এ জীবন ও যৌবন ।
যৌবন বনফুলের মতন, পতন হলে হয় গো বাসি ।।

মিছে ভাব, মিছে ভঙ্গী, মিছে জাঁক-জমক জঙ্গী ।
কে হবে সঙ্গের সঙ্গী, কোথা রবে দাস-দাসী ।।

মিছে আদর, মিছে মান, মিছে অহং অভিমান ।
কেশে সেই পড়িবে টান, শুকিয়ে যাবে মুখের হাসি ।।

জগতের উপর নীচে, যা দেখ সকলই মিছে ।
ছাড়রে মন ঐ মিছের পিছে, ধররে সেই অবিনাশী ।।

গান গাইতে গাইতে দর্শকদের বাঁদিকে প্রস্থান । পর্দাটা মাঝখানে অল্প একটু ফাঁক হল । সৌদামিনী সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকল । পর্দাটা আবার মিশে গেল । সৌদামিনী কাপড় পালটেছে, সিঁথিতে সিঁদুর , হাতে শাঁখা, বালা, গলায় আর একটা চওড়া হার, কানে দুল

সৌদামিনীর দ্বিতীয় মনোলোগ

নরেনের সেই ভীষণ দিব্যিটা হাতে হাতে ফলে গেল। আমার মামা— যাঁকে আমি সেদিন সবচেয়ে বেশী ভালবাসতুম — তিনি হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন। সেদিন আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হলুম। (নিজের বাঁদিকে একটু সরে যেতে যেতে)। মামা মারা গেলেন — আমরা পড়লুম অকুল পাথারে। সুখে-দুঃখে কিছুদিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে বাড়িতে অবিবাহিত মেয়ের বয়স সতের পার হয়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করার সুযোগ থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন। অবশেষে অনেক দিন অনেক কথা কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধল। পাত্র সেই চিতোর গ্রামের সেই — থাক নামটা আর মুখে নাই বা আনলুম। কিন্তু পোড়া কপালে নাকি বড় দুঃখ ছিল। তা না হলে, আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে যেদিন গা জ্বলে যাবে কেন? (দর্শকদের বাঁদিকে যেতে যেতে) বিয়ের আগে কতদিন সারা রাত জেগে ভেবেছি, যে নরেন যদি সত্যি আমাকে নিয়ে না যায়, তবু আর কারো সঙ্গে আমার বিয়ে কোন মতে হতে পারবে না। বিয়ের রাতে নিশ্চয় ভলকে ভলকে রক্ত আমার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। বিবাহ সভা থেকে ধরাধরি করে আমায় তুলে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কই, কিছুই

ত হল না। অন্য পাঁচজন বাঙালী মেয়ের যেমন হয়, তেমনি করে আমারও শুভকর্ম সমাধা হয়ে গেল এবং আর পাঁচজন বাঙালী মেয়ের মতই আমাকে শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করতে হল। (থেমে) সবই হল — হল না শুধু শুভদৃষ্টিটা। আমি .... ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুঝে রইলুম।

কথা বলতে বলতে দর্শকদের বাঁদিকে বেশ খানিকটা সরে গিসল। এবার দর্শকদের ডানদিকে সেইটুকুই সরে আসতে থাকে, যাতে মনোলোগের শেষে তাকে মাদুরের ঠিক এ পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়

আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো সঙ্গে ঘর করতে হলে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম — সেটা ভুল।

পর্দা ধীরে ধীরে সরতে থাকে

ফাটবার, চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু, তাই বলে এক শয্যায় শুতেও আমার প্রবৃত্তি হোল না।

পর্দা পুরো সরে গেল

ঘনশ্যামের ঘর (নক্সা ২)

পেছনে দর্শকদের বাঁদিকে, উইংস থেকে একটা হলুদ[১] ভেলভেটের পর্দা এসে দেওয়ালের অংশে ঠেকেছে। তারপর

১ = কেউ কেউ বলেন "হলুদ" বিচ্ছেদের রঙ

(ক্রমশঃ দর্শকদের ডানদিকে) দরজা, একটু দেওয়াল, জানালা, আরও একটু দেওয়াল, যার সঙ্গে দর্শকদের ডানদিকের উইংস থেকে হলদে ভেলভেটের পর্দা এসে ঠেকেছে। জানালার ওপাশে গ্রাম্য দৃশ্যের ব্যাকিং

দরজা এদিক থেকে বন্ধ, শেকল তোলা। গরাদবিহীন জানালা খোলা। দরজা এবং পর্দার মাঝে যেটুকু দেওয়াল আছে তার গা ঘেঁসে একটি জলচৌকি, তার ওপর নতুন তোরঙ্গ—নববিবাহিতারা যেমন তোরঙ্গ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় (বা যেত)। তোরঙ্গের মধ্যে সৌদামিনীর জামা কাপড় ও একটা গয়নার বাক্সের মধ্যে আটগাছা চুড়ি

দরজা ও জানালার মধ্যে দেওয়ালের যে অংশ পড়েছে, সেখানে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট জলচৌকি, তার ওপর কয়েকখানি ধর্মপুস্তক। জলচৌকির এপাশে আসন, কোশাকুশি(অর্ঘ সাজানো)। আসনের ডান দিকে পুষ্পপাত্র, তাতে কিছু কুঁচো ফুল, চন্দন ইত্যাদি। দেওয়ালে, ওপরে রাধাকৃষ্ণের এবং তার নীচে শ্রীগৌরাঙ্গের বাঁধানো ছবি

মঞ্চের বাঁদিকে মাঝামাঝি একটি তক্তাপোষ, তার ওপর একটি তোষক, সাদা চাদর ও বালিশ। বালিশটি জানালার দিকে যাতে শুলে জানালার দিকে মাথা থাকে। তক্তাপোষের নীচে সৌদামিনীর বিয়ের নতুন চটি জুতো। তক্তাপোষের ঠিক উল্টো দিকে, মঞ্চের ডানে, দুজন বসার মত একটা বেঞ্চি

তক্তাপোষের বাঁদিকে আলনা — তাতে সৌদামিনী ও ঘনশ্যামের কয়েকটি জামাকাপড়, গামছা ইত্যাদি

দেওয়ালের তিনটি অংশে, দরজার মাথায়, জানালার ওপরে ও দুপাশে রুচিপূর্ণ আলপনা। ছবি দুটিতেও সুস্পষ্ট আলপনা

আসনের সামনে জলচৌকির ওপর ধূপদানিতে চন্দন ধূপ, তার গন্ধে ঘরটি আমোদিত। প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত সে গন্ধ ভেসে যাবে। সৌদামিনী যেখানে দাঁড়িয়ে তার দ্বিতীয় মনোলোগ শেষ করল, তার একটু পেছনে একটা মাদুর পাতা রয়েছে। মাদুরের ওপর একটা বালিশ, দর্শকদের বাঁদিকে মাথা করে শোয়ার মত করে রাখা আছে

ঘনশ্যাম দর্শকদের দিকে পেছন করে আসনে বসে আছে। তার মাথায় বিস্তীর্ণ টাক, পেছনদিকে স্বল্প চুল, কাঞ্চন বর্ণ খালি গা

নামাবলী শোভিত। তার সর্বাঙ্গে (অর্থাৎ শিখাস্থানে কণ্ঠে ললাটে দুই বাহুতে বুকে নাভিতে দুদিকের পাঁজরে ও পিঠে) তিলক সেবা। গলায় কণ্ঠি, কাঁধে পৈতে

ঘনশ্যামকে দেখেই দর্শকরা যেন সৌদামিনীর সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য বুঝতে পারেন। তাঁদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে, "ওমা। এই মেয়ের এই বর"। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁরা বুঝবেন "এ এমন এক মানুষ যার সঙ্গে দু দণ্ড কথা বলতে ইচ্ছে হয়"।

ঘনশ্যামের পূজা শেষ হয়ে গেছে। প্রণাম করছে

ঘনশ্যামের প্রথম প্রণামমন্ত্র চলাকালীন সৌদামিনী বালিশটা তুলে তক্তাপোষে রাখবে। দ্বিতীয় মন্ত্র চলার মাঝে মাদুর গুটতে থাকবে এবং মন্ত্র শেষ হওয়ার সময় মাদুর তোরঙ্গ-র কাছের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখবে

।। ঘনশ্যামের প্রথম প্রণামমন্ত্র।।

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবিং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্।।

।। ঘনশ্যামের দ্বিতীয় প্রণামমন্ত্র।।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্যে গৌরত্বিষে[১] নমঃ।।

সৌদামিনী তোরঙ্গের কাছের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে মাদুর রাখল

ঘনশ্যাম। আর একটা তক্তাপোষ এনে [illegible]টা বড় করে নিলে কি শুতে পার না?

সৌদামিনী।। দরকার কি? আমার ত এতে কষ্ট হয় না।

ঘনশ্যাম।। (উঠতে উঠতে) তা হলেও। মেঝেতে শুতে শুতে একদিন অসুখ করতে পারে ত? (উঠে পড়ল)

সৌদামিনী। তোমার যদি এতই ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পার না?

১ ত্বিষ = কান্তি, জ্যোতি

ঘনশ্যাম। (আসন তুলতে তুলতে) ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কতরকম অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।

সৌদামিনী। ওঠে উঠুক। আমি গ্রাহ্য করি না।

ঘনশ্যাম।। (আসন পাট করে আলনার দিকে যেতে যেতে) আজ হয়ত গ্রাহ্য কর না। কিন্তু এত বড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে? (আলনায় আসন রাখল)

সৌদামিনীর শাশুড়ির প্রবেশ

ঘনশ্যাম নামাবলী পাট করতে থাকে

শাশুড়ি ও ঘনশ্যাম, অখিলের বন্ধুর জন্যে একটু ভাল মাছ এনে দিতে হবে। কাল ত শুধু লুচি আর আলুভাজা খেয়েছে —

ঘনশ্যাম। (নামাবলী আলনায় রেখে) তা আনছি। কিন্তু মাছ এনেই আমি বেরব, মা (পূজার স্থানের দিকে

যেতেযেতে) এবেলা হয়ত আর ফিরতে পারব না। (একটু ইতস্ততঃ করে) কিছু খেয়ে গেলে ভাল হত। (কোশাকুশি এবং পুষ্পপাত্র তুলে নিল)

শাশুড়ি।। অবাক করলি ঘনশ্যাম। সবে ত উনুনে আঁচ পড়ল। অখিলের বন্ধু আবার টাইফয়েড থেকে উঠেছে। সকাল সকাল খেতে দিতে হবে। তিন চারটে আমিষ রান্না হতেই ত দশটা-এগারটা বেজে যাবে। এর মধ্যে আবার তোর নিরামিষ রান্না হবে কখন?

ঘনশ্যাম। (প্রত্যাখ্যানেও সন্তুষ্ট) তবে থাক। ফিরে এসেই খাব।

কোশাকুশি এবং পুষ্পপাত্র নিয়ে প্রস্থান

সৌদামিনী কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না, মা?

শাশুড়ি।। খাবার আবার কে আনলে, বৌমা?

সৌদামিনী।। বোসেরা যে ফুলশয্যের মিষ্টি দিয়ে গেল —

শাশুড়ি।। ওমা, সে আবার কটা যে, আজ পর্যন্ত থাকবে? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।

সৌদামিনী।। আলু-উচ্ছে ভাতে দিয়ে দুটো ভাত-ও কি দেওয়া যেত না?

শাশুড়ি।। অত তর্ক করতে পারি না, [illegible] আমার কাজ আছে —

সৌদামিনী।। কাজ সকলেরই আছে। তিনি কেরানীগিরি করেন না, কুলি মানুষ বলে আপনারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারেন, কিন্তু আমি ত তা পারি না। আমাকে একটা উনুন ছেড়ে দিন, আমি নিজেই -

ঘনশ্যামের প্রবেশ

শাশুড়ি।। তাহলে তাই দাও গে, বাছা। (প্রস্থানোদ্যত, ঘুরে) তবু ভাল,এবার তোর কপাল ফিরল রে, ঘনশ্যাম।

প্রস্থান

ঘনশ্যাম।। সকালে আবার হাঙ্গামা বাধালে ত? ...... (আলনা থেকে একটা জামা নিয়ে পরে) আচ্ছা, তোমার এত অল্পে রাগ হয় কেন বল ত? (জামায় বোতাম দিতে থাকে)

সৌদামিনী।। (প্রতিবাদ করে ওঠে) অল্প? তুমি কি ভাব যে তোমার ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে? আর তাই যদি চলে, তাহলে তোমার ভাই-এর বেলায় বাটখারা ভারি, আর তোমার বেলায় হালকা কেন? মেজকর্তা অফিস থেকে ফিরলে চা-জলখাবার, পান-তামাক নিয়ে ছুটোছুটি পড়ে যায়। আর তুমি এক ঘটি জলের জন্যে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ ত ফিরেও তাকায় না।

ঘনশ্যাম কি বলতে যায়।

তাকে বাধা দিয়ে

ঘরের গরুর দুধ। সে ত দূরের কথা— ভাতে-ভাতের ওপর ডালও তোমার সবদিন জোটে না। অথচ, এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই তুমি দিনরাত খেটে মরছ। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। কিন্তু তোমার মুখে "রা"-টি নেই। কোন দুঃখই তোমাকে পীড়া দিতে না পারে, কিন্তু কোন মানুষের ওপর এত অত্যাচার দেখে আমি রাগ না করে থাকতে পারি না।

ঘনশ্যাম।। (মিষ্টি সুরে) আমি বৈষ্ণব। আমাদের নিজের কষ্টের জন্য রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছ-পাথরের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন।

সৌদামিনী।। (তিক্ত সুরে) মনটাও বুঝি গাছ-পাথরের মত শক্ত করে ফেলেছ? কিছুতেই বুঝি তোমার মন টলে না? নড়ে না?

ঘনশ্যাম।। (বোঝাবার চেষ্টা করে) মনকে বাঁধা-ই ত আমাদের সাধনা গো। তোমাকেও ত এই সাধনাই করতে হবে।

সৌদামিনী ।। কেন ? আমার অপরাধ ?

ঘনশ্যাম।। বৈষ্ণবের স্ত্রী । এই মাত্র তোমার অপরাধ ।

সৌদামিনী।। (নরম না হয়ে) আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি । কিন্তু গাছ-পাথরের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয় — তা সে যে মহাপ্রভুই আদেশ করুন । (থেমে)তাছাড়া, যে ভগবান পর্যন্ত মানে না তার কাছে আবার 'মহাপ্রভু' কি ?

ঘনশ্যাম।। (চমকে উঠল) কে ভগবান মানে না ? তুমি ?

সৌদামিনী।। (জয়ের আনন্দে) হ্যাঁ, আমি ।

ঘনশ্যাম।। ভগবান মান না কেন ?

সৌদামিনী।। (আরও উৎফুল্ল) নেই বলেই মানি না। মিথ্যা বলেই মানি না।

ঘনশ্যাম।। (ম্লান মুখে) শুনেছিলাম, তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন —

সৌদামিনী।। (গর্বের সঙ্গে) তিনি নিজেকে 'নাস্তিক' বলতেন না। এ্যাগনস্টিক বলতেন।

ঘনশ্যাম।। (বোকার মত) সে আবার কি?

সৌদামিনী।। (বিদ্যে জাহির করে) এ্যাগনস্টিক হল তারা, যারা ভগবান আছে বা নেই সে সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। (কথার ঝোঁকে চলে যাওয়ার জন্যে ঘনশ্যামকে অতিক্রম করে যায়)

ঘনশ্যাম (দৃঢ়কণ্ঠে) শোন।

সৌদামিনী দাঁড়াল; কিন্তু মুখ ওদিক করে

(হুকুম) কাছে এস।

সৌদামিনী ।। (হুকুম মানার পাত্রী নয়) আমি কালা নই,এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব ।

ঘনশ্যাম ।। (প্রায় ধমকে) কথাটা তোমাকেই বলতে চাই — বাড়িশুদ্ধ লোককে নয় । (যখন দেখল কথা শুনল না, তখন) বেশ, আমিই না হয় তোমার কাছে যাচ্ছি। (তথাকরণ) যারা ভগবান মানে, তারা কি বলে জান ? (সৌদামিনী নীরব । ঘনশ্যাম আর এক পা এগিয়ে যায়) তারা বলে স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই ।

সৌদামিনী ।। (মুখোমুখি হয়) যারা ভগবান মানে না, তারা বলে, কেবল স্বামীর কাছে নয়, কারোর কাছেই মিথ্যে বলতে নেই ।

ঘনশ্যাম ।। (নরম হয়) তাহলে এবার বল ত, একথা তুমি কি মান, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু এ জন্মের বা গত জন্মের নয়, কোটি জন্মের ?

সৌদামিনী।। (মুখের ওপর) না, মানি না ।

ঘনশ্যাম।। (বেদনাহত) ওঃ। এর বড় মিথ্যে কথাটা তুমি কি করে মুখে আনলে?

সৌদামিনী।। 'মানি' বললেই বুঝি সত্যি বলা হত?

নিস্তব্ধতা

সৌদামিনী মুখ ঘুরিয়ে নেয়

আর কিছু বলবে?

ঘনশ্যাম।। (মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে) হ্যাঁ, আর একটা কথা। (মনকে তৈরী করে) মার কাছে আজ মাপ চেয়ো।

সৌদামিনী।। (রাগে জ্বলে উঠল, মুখোমুখি হয়ে) মাপ চাওয়াটা কি ছেলে খেলা, না তার কোন অর্থ আছে?

ঘনশ্যাম।। অর্থ এই যে সেটা তোমার কর্তব্য। (খানিকটা নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পায়)

সৌদামিনী।। তোমাদের ভগবান বুঝি এই বলেন যে, যে

নিরপরাধ সে অপরাধীর কাছে মাপ চেয়ে কর্তব্য করুক ?

ঘনশ্যাম ।। (কড়া সুরে) কে অপরাধী, আর কে অপরাধী নয়, সে বুঝি এরই মধ্যে স্থির হয়ে গেল ?

সৌদামিনী কি বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে

(আরও কড়া সুরে) তর্ক করতে আমি ভালবাসিনা। ভগবানের নাম নিয়ে তামাশা করতে নেই— একথা ভবিষ্যতে আর যেন কোনদিন তোমাকে মনে করিয়ে দিতে না হয়। (সৌদামিনীকে অতিক্রম করে যায়, থামে) আর একটা কথা। মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পার, আমার ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে বিবাদ করতে যেও না।

সৌদামিনী ।। (একটুও দমে নি) কেন, শুনতে পাই না ?

ঘনশ্যাম ।। না। তবে, নিষেধ করা আমার কর্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলাম।

সৌদামিনী ।। (তক্তাপোষের কাছে যেতে যেতে) তোমরা বুঝি মনে

কর যে কর্তব্যজ্ঞানটা তোমাদেরই খুব বেশী, আর কারোর সেটা নেই? (দারুণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে) আমিও ত মানুষ? বাড়ির মধ্যে আমারও ত একটা কর্তব্য আছে? সেটা করতে গেলে তোমাদের যদি ভাল না লাগে, তাহলে আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। (সামলে) থাকলেই বিবাদ হবে এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি —

ঘনশ্যাম।। (কলহে যোগ দেয়) তুচ্ছ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আমার হয়ে শাশুড়ির সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্তব্য? সে যদি হয়, তাহলে যেদিন ইচ্ছে চলে যেও আমার কোন আপত্তি নেই।

সৌদামিনী।। বেশ, তাই যাব। (জোরে শ্বাস নিয়ে) আজই—

ঘনশ্যাম।। আজ কি করে হবে? আমার যে খুব জরুরি কাজ রয়েছে।

সৌদামিনী।। তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি নরেন দাদার সঙ্গে যাব।

ঘনশ্যাম।। নরেনদাদা কে?

সৌদামিনী।। ঠাকুরপোর ঐ বন্ধুর নাম নরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ঘনশ্যাম।। অখিলের বন্ধুকে তুমি চেন না কি?

সৌদামিনী।। আমাদের একই গ্রামে বাড়ি। না চেনার কি আছে? তাছাড়া — উনি মামার কাছে পড়তে আসতেন।

ঘনশ্যাম।। (কৃত্রিম উৎসাহে) তাহলে ত বেশ ভালই হল। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

শাশুড়ির প্রবেশ। হাতে মাছের ব্যাগ ও টাকা

শাশুড়ি।। কই গো বউমা এসো। উনুন ত অনেকক্ষণ ছেড়ে দিয়েছি।

সৌদামিনী ঘনশ্যামের মুখের দিকে তাকাল

ঘনশ্যাম।। (শান্ত স্নেহে) যাও। যাহয় দুটো তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে দাও।

সৌদামিনীর প্রস্থান

শাশুড়ি। (সৌদামিনীর গমন সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে) ঘনশ্যাম আজ ত সবই নিজের কানে শুনলে? (বেঞ্চির দিকে যেতে যেতে) তোমাকে বলিনি, বাছা। কিন্তু আজ বলছি। (বেঞ্চিতে বসল) এ বউ নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না। যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

ঘনশ্যাম। (বিব্রত) ব্যবস্থা করার মলিক ত তুমি নিজেই, মা।

শাশুড়ি।। (খুব খুশি) তা কি আর করতে পারি নে, বাছা? একদিনেই পারি। এত বড় ধাড়ি মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু —

ঘনশ্যাম।। (এগিয়ে যায়) সে কথা ভেবে আর লাভ কি, মা? ভাল-মন্দ যাই হোক, বাড়ির বড় বউকে ত আর ফেলতে পারবে না? (তক্তাপোষে বসে, মিট মাটের চেষ্টায়) ও চায়, আমি একটু ভাল খাই-দাই। সেই ব্যবস্থা কেন করে দাও না, মা?

শাশুড়ি।। (চোখ কপালে তুলে) অবাক করলি, ঘনশ্যাম। আমি কি ভালমন্দ খেতে দিতে জানি না যে, আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? (স্বর পালটে) আর তোমার-ই বা দোষ কি, বাবা? অত বড় বউ যেদিন এসেছে, সেইদিনই জানতে পেরেছি, সংসার এবার ভাঙল। তা বাছা, আমায় দিয়ে যদি আর না চলে, তাহলে ওর হাতেই ভাঁড়ারের চাবি দিচ্ছি। (উঠে ঘনশ্যামের দিকে এগিয়ে যায়। ঘনশ্যাম দাঁড়ায়। ঘনশ্যামের হাতে টাকা ও ব্যাগ দিয়ে আঁচল থেকে চাবি খোলার ভান করে উইংসের দিকে এগিয়ে যায়) কই গো বউমা, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেন? এসে চাবি নাও। (উইংসের কাছে পৌঁছে) ওমা, এ যে অখিলের বন্ধু। (আঁচলে শক্ত গিঁট দিয়ে পিঠে ফেলে) এস বাবা, এস। (মধুমাখা কণ্ঠে) বেড়ান হল?

নরেনের প্রবেশ

নরেন।। হ্যাঁ, প্রাতঃভ্রমণটা হল। দুপুরের শিকারটা শুধু বাকি।

ঘনশ্যাম।। (উঠে) শিকার মানে?

নরেন।। বাঃ বিলের পাখি শিকার করতে যাব না? ...... সেই জন্যেই ত আসা। (তক্তাপোষে জাঁকিয়ে বসে)

ঘনশ্যাম।। (শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে) নরেনবাবু, জানেন ত আমরা বৈষ্ণব। আমাদের বাড়িতে থেকে জীবহত্যা নাই বা করলেন।

শাশুড়ি। (ঝঙ্কার দিয়ে) তোমার এক কথা, বাছা। বোষ্টম—তুমি। আর কেউ ত নয়। বাড়িতে মাছ-মাংস সবই আসছে, আর একটা পাখি মারলেই যত দোষ?

ঘনশ্যাম।। (ধাক্কা খেয়ে) বেশ, যা ভাল বোঝেন, করবেন। (পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাগ ও টাকা তুলে নিয়ে) আমি তাহলে চট করে ঘুরে আসি।

প্রস্থান

শাশুড়ি।। (নরেনের কাছে গিয়ে, সর্তকভাবে) এই ফাঁকে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, বাবা। তোমাদের

গ্রামের ব্রজগোপাল বাঁড়ুজ্জেকে চেন তো ? (নরেনের মুখ দেখে বুঝল--চেনে) তারই ভাগনীর সঙ্গে ত ঘনশ্যামের বিয়ে হয়েছে। তা বাবা, কি বলব। বিয়ে হয়ে থেকে ঘনশ্যামের একটা দিনও ত শান্তিতে কাটল না। লেখাপড়া-জানা সব মেয়েই বুঝি এইরকম? কে জানে। বউ-এর কিছুতেই আর মন ওঠে না। (ঘনিষ্ঠ হয়ে) তা এত দিন বিয়ে হয় নি কেন, কিছু জান?

নরেন।। ব্রজবাবু অল্প বয়সে বিয়ে দিতে চান নি বলেই বিয়ে হয়নি, শুনেছি।

শাশুড়ি।। (ঠোট উল্টে) কি জানি, বাবা। ঘনশ্যাম আমার মাটির মানুষ। তার সঙ্গে কেন যে বনিবনা হল না, তা ত বুঝতে পারি না। খিটিমিটি ত লেগেই আছে। আবার, সারারাত মাটিতে মাদুর পেতে পড়ে থাকে। (ভালোমানুষ সাজে) এখানে আরএকটা খাট পেতে নিলেই হয়। কিংবা, ইচ্ছে হয়,অন্য ঘরে শুলেই পারে। কিন্তু কারোর কথা কি শোনে? (উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ হয়েছে বুঝে, হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে) চা খাবে ত, বাবা ?

নরেন।। (শাশুড়ির কথায় নিবিষ্ট, তাই অন্যমনস্কভাবে) তা...... খেতে পারি ।

শাশুড়ি।। (হেঁকে) বউমা, ও বড় বউমা ।

সৌদামিনীর প্রবেশ, কিন্তু বেশীদূর এগয় না

নরেন তোমাদের গাঁয়ের লোক । দু দণ্ড এর কাছে বস, দেশ-গাঁয়ের খবরাখবর নাও । আমি একটু চায়ের জল বসাইগে ।

সৌদামিনী।। (দারুণ বিরক্ত) আমি ওঁর ভাত চাপিয়েছি, মা —

শাশুড়ি।। (সোহাগ দেখিয়ে) তাতে কি হয়েছে ? ও ভাতে-ভাত আপনি হয়ে যাবে'খন;বসে বসে খুন্তি নাড়তে হবে না ত ? তুমি বস ।

প্রস্থান

সৌদামিনী।। (বিরক্তির সঙ্গে রাগ) আপনি এখানে কি করতে এসেছেন ?

নরেন ।। (একটু সরে বসে) বস, বলছি ।

সৌদামিনী ।। বসার দরকার নেই । বলুন । (মুখ ফিরিয়ে দূরে সরে গেল)

নরেন ।। (কাতরকণ্ঠে) আমাকে কি এতই ঘৃণা কর, সদু ? তাহলে দেখছি এখানে আসা সত্যিই ভুল হয়েছে।

সৌদামিনী ।। এখানে, এসময়ে আসার কথা ছিল কি ?

নরেন ।। (প্রশ্রয় পেয়ে যায়) কিন্তু যে সময়ে যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, সে সময়ে সেখানে যাওয়ার উপায় ছিল না যে । (উঠে) টাইফয়েড থেকে মরতে মরতে যখন বেঁচে উঠলাম, তখন শুনলাম, তুমি আর আমার নেই । তখন বারবার করে বললাম, ভগবান, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি কি এমন পাপ করেছি যার শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে ?

সৌদামিনী ।। (নরম হয়নি) আপনি ভগবান মানেন ?

নরেন।। (থতমত খেয়ে) না, — তা মানি না
কিন্তু, কি জান — সেই সময় —

সৌদামিনী।। তারপরে কি হল, বলুন ।

নরেন।। তারপরে ? (একটু রঙ চড়িয়ে), উঃ সে আমার কি দিন। (একটু এগিয়ে) কিন্তু আজ আবার প্রাণ ফিরে পেলাম, যখন বুঝলাম, তুমি আমারই আছ। শুধু নামেই অন্যের, নইলে আমারই চিরদিনের— কোটি কোটি জন্মের —

সৌদামিনী।। (ঘুরে) আপনি জন্মান্তর মানেন?

নরেন।। (আবার বেসামাল হয়ে পড়ে) না, — মানে

সৌদামিনী।। (থামিয়ে দেয়) তা এই কথাটা কি করে জানলেন?

নরেন।। (উৎসাহিত) এই যে তোমার শাশুড়ি বললেন, এক

দিনের জন্যেও তুমি অন্য কারোর শয্যায় —

সৌদামিনী।। ছি ছি। চুপ করুন। (আবার মুখ ঘুরিয়ে নেয়)

নরেন।। (মরিয়া হয়ে ওঠে, একটু এগয়) না, আমি চুপ করব না। (কাতরভাবে) সদু, এমনি করেই কি আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে? অমন অসুখে না পড়লে আজ ত কেউ আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত না। যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্যে কেন এত বড় শাস্তি আমি ভোগ করব? (অকারণ জোর দিয়ে) কক্‌খনো না। তুমিই বা কিসের জন্যে একজন অজানা অচেনা মুখ্যু লোকের —

সৌদামিনী।। (বড় ব্যথায়) ও কথা থাক।

নরেন।। (বুঝল বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, সামলাবার চেষ্টায়) বেশ, থাক। কিন্তু যদি জানতাম তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েছ, তাহলে হয়ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে

নেই। আমি বাঁচব কি নিয়ে? (আবেগ এসে যায়) এমন কোন্ সভ্যদেশ পৃথিবীতে আছে যেখানে এতবড় অন্যায় হতে পারত? মেয়েমানুষ বলে কি তার প্রাণ নেই? তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে সারা জীবন তাকে দগ্ধ করবার অধিকার সংসারে আর কোথায় আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলেই এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে না পারে?

সৌদামিনী।। (সম্মোহিত) এখন আপনি আমাকে কি করতে বলেন?

নরেন।। (আরও কাছে যায়) আমি তোমাকে কোন কথাই বলি না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাচ্ছি যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্যন্ত আমি এই কথাগুলো বলবার জন্যেই পথ চেয়ে ছিলাম। একদিন হয়ত শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেছি, সেখানেই ফিরে চলে গেছি।

সৌদামিনীর চোখ জলে ঝাপসা হয়

কিন্তু, তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলাম না, মরণের পরে যেন তোমার চোখের দু'ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে। (দু-এক পা সরে যায়, দর্শকদের দিকে বাঁ প্রোফাইলে) সদু, তুমি ত বেশ জান, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো নারীকে বেঁধে রাখার শেকল মাত্র। সতীর মহিমা কেবল নারীর বেলায়। পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি। আত্মা-আত্মা যে বলে সে কি নারীর দেহে নেই? তার কি কোন স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হয়ে?

শাশুড়ির প্রবেশ। তার কথা শুনে বোঝা গেল সে এতক্ষণ আড়ি পেতে ছিল

শাশুড়ি।। বউমা, চা-টা কি এখানেই নিয়ে আসবে, না বৈঠকখানা ঘরে পাঠিয়ে দেব?

সৌদামিনী আঁচল দিয়ে অশ্রু মোছার চেষ্টা করে, কিন্তু শাশুড়ির চোখ এড়াতে পারে না

সৌদামিনী ।। (ধরা গলায়) এখানেই পাঠিয়ে দিন।

শাশুড়ি ।। তাই দিই গে। (**প্রস্থানোদ্যত, ফিরে**) তা, একটা কথা বলে যাই, বাছা। পাড়াগাঁয়ের লোকগুলো ত তেমন সভ্যভব্য হয় না। তোমাদের কান্নাকাটি দেখলে হয় ত বা দোষের ভেবে নেবে। (**গলায় বিষ ঢেলে**) জানালাটা বরং ভেজিয়ে দাও।

সৌদামিনী ।। (**অপরাধ ঢাকা দেওয়ার জন্যে কলহ শুরু করে**) আপনি কি প্রতি মুহূর্তে এমনি করে আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করেন?

শাশুড়ি ।। (**একই বিষমাখা গলায়**) না না, ওসব করার সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ করে শেষ করতে পারি না। এই দেখ না, বাতে মরছি, তবু ঘনশ্যামের ভাত রাঁধার জন্যে রান্নাঘরে ঢুকতে হল।

নরেন।। (শাশুড়ির উপস্থিতি এবং বাক্যবাণগুলি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে) হ্যাঁ, যা বলছিলুম। তোমার মা-কে জেলা হাসপাতালের ডাক্তার দেখান হয়েছে। তিনি কলকাতায় কোন বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেছেন।

শাশুড়ি।। কেন, কি হয়েছে, বেয়ানের?

সৌদামিনী কথাটা কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করে। পরিস্থিতি সামলাতে পেরে নরেনের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। শাশুড়িকে অগ্রাহ্য করে সৌদামিনীকে

নরেন।। অতিরিক্ত ব্রত-উপবাসে লিভার সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু যা সন্দেহ করছেন তা হলে, এ এক দুরারোগ্য ব্যাধি। (রঙ চড়ায়) বাঁচার আশা নেই বললেই হয়।

সৌদামিনী ফুঁপিয়ে উঠল

শাশুড়ি।। ও বাবা। বল কি?

সৌদামিনী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তক্তাপোষের এক কোণে বসে পড়ল

নরেন।। যা ঘটনা, তা-ই বলছি। আর, এরকম খারাপ খবর যে দেয়, আর যে শোনে – তাদের দুজনের চোখেই জল আসে। তা আপনাদের গাঁয়ের লোকেরা যে যা ভাবে ভাবুক।

ঘনশ্যাম।। (নেপথ্যে) মা কোথায় গেলে? মাছটা নাও।

শাশুড়ি।। (গলা বাড়িয়ে) ও ঘনশ্যাম। একবার এদিকে এস ত —

ঘনশ্যামের প্রবেশ। হাত ভেজা। সৌদামিনী ফুঁপিয়েউঠল। ঘনশ্যাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল

ঐ শোন, অখিলের বন্ধু কি বলছে। (বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায়) বউমার মায়ের নাকি শক্ত ব্যামো। বাঁচার আশা নেই। (ওদের দুজনের দিকে নজর রেখে ঘনশ্যামের দিকে এগিয়ে) কিন্তু আমাদের ত কোন খবর দেয় নি। (ঘনশ্যামের দিকে তাকিয়ে) তুমি সব কাজ ফেলে আজই গিয়ে দেখে এস। আমাদের ত একটা কর্তব্য আছে?

ঘনশ্যাম।। (আশ্বস্ত করে) খবর আমি আগেই পেয়েছি, মা। দেখেও এসেছি। এখন একটু ভাল আছেন। তবে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। হাজার পাঁচিশ-তিরিশ টাকার দরকার —

আলনার কাছে গিয়ে গামছায় হাত মোছে

শাশুড়ি।। (কথা কেড়ে) ও। কথাটা সত্যি তাহলে ? যাই, ভাত নামাই গে।

প্রস্থান

নরেন।। আপনি এ খবর কি করে পেলেন ?

ঘনশ্যাম ।। দিন পাঁচেক আগে মায়ের একটা চিঠি পেয়েছি। কোথায় যেন রাখলাম চিঠিটা। (কয়েক মুহূর্ত ভাবে। তারপর আলনায় ঝোলান একটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে) এই যে ——

কাগজটা সৌদামিনীর দিকে এগিয়ে ধরল। সৌদামিনী প্রায় লাফিয়ে উঠে চিঠি নিয়ে পড়ে। নরেন বেঞ্চিতে বসে

সৌদামিনী।। এ চিঠি ত আমাকেই লেখা। (অভিযোগ তোলে) এতদিন আমাকে দাও নি কেন ?

ঘনশ্যাম।। (অপরাধী) কেমন করে যেন ভুলে গিসলাম —

সৌদামিনী।। দেখ, আমার শিক্ষা-দীক্ষার যত দোষই থাক, অপরের চিঠি পড়ে লুকিয়ে রাখি — এ অপবাদ কেউ আমায় দিতে পারবে না। আত্মীয়-স্বজনের পেছনে গোয়েন্দাগিরিও করি না। কিন্তু তোমাদের বাড়ি শুদ্ধ লোকেরই এই ব্যবসা। ভুলে তুমি মোটেই যাও নি। আমরা গরীব। এক বিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি এই ভয়েই তুমি চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিলে।

ঘনশ্যাম।। (অপরাধ ঝেড়ে ফেলে) তুমি ঠিকই বলেছ। ভুলে আমি মোটেই যাই নি। কিন্তু সাহায্য করার ভয়েও চিঠি লুকোই নি। খবরটা হঠাৎ দিলে কষ্ট পাবে! তাই ভেবেছিলাম, কথাটা রয়ে-সয়ে জানাব। অত টাকা জোগাড় করার ব্যাপারেও তোমার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

নরেন দুহাতের মধ্যে মাথা গোঁজে

সৌদামিনী।। (যেন হাতে-নাতে চোর ধরেছে) তোমার ওসব মিথ্যে অজুহাত এখন একেবারেই অচল । তুমি ভেব না যে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছি বলেই তোমরা খুঁচে খুঁচে তিল তিল করে আমাকে মারবে। সে অধিকার তোমাদের আমি দেব না। (মন স্থির করে) নরেনদা, আপনি আমাকে আজ নিয়ে যেতে পারবেন ?

নরেন।। (চকিতে উঠে পড়ে) নিশ্চয় । অবশ্য ঘনশ্যামবাবুর যদি আপত্তি না থাকে ----

ঘনশ্যাম।। (অপমানে অন্ধ) এতে আর আপত্তির কি আছে ? তাহলে তা-ই ঠিক রইল । আপনি খাওয়া - দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়বেন । আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব ।

চা নিয়ে শাশুড়ির প্রবেশ

শাশুড়ি।। এই নাও বাবা, চা।

নরেন।। ওটা বৈঠকখানাতেই পঠিয়ে দিন।

প্রস্থান

শাশুড়ি।। (চোখ কপালে তুলে) কি হল আবার ?

ঘনশ্যাম।। মা, তোমার বউমাকে আজ নরেনবাবুর সঙ্গে ওর মার কাছে পাঠাচ্ছি। এই সময়ে তাঁর কাছে একজন থাকা ভাল।

শাশুড়ি। সে ত বেশ ভাল কথা। (একটু বাঁকা ভাবে) দাদার সঙ্গে যাবে, তাতে আর দোষ কি?

প্রস্থান

ঘনশ্যাম।। (খুব সঙ্কোচের সঙ্গে) যাবার সময় তোমার গয়নাগুলো রেখে যেও।

সৌদামিনী।। সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত এখনই দিয়ে দিচ্ছি।

ঘনশ্যামের নীচে কথাগুলোর মধ্যে সৌদামিনী দুল খুলতে থাকে।

ঘনশ্যাম।। (খুব লজ্জায় পড়ে গেছে) না না, কেড়ে নোব কেন ? এখন আমার টাকার বড় অনটন। তাই, তোমার গয়নাগুলো আমি ভিক্ষে চাইছি। এখন বাঁধা রেখে কোনরকম সামলে নিই। তারপর তোমাকে আবার সব ফিরিয়ে দোব।

সৌদামিনীর দুল খোলা হয়ে গেছে। সে দুটো তক্তপোষের এক ধারে রেখে

সৌদামিনী।। কাউকে কোন জিনিস দিয়ে তা আমরা আর ফিরিয়ে নিই না। (গলা থেকে হার খুলে দুলের পাশে রাখল) বাঁধা রাখ, বেচে ফেল, যা ইচ্ছে কর। তোমাদের গয়নার ওপর আমার একটুও লোভ নেই। (হাত দুটো তুলে) এই বালা দুটো আমার মায়ের দেওয়া। (আরও গয়না আছে মনে পড়ে) ও, হ্যাঁ। (তোরঙ্গ খুলে দু-একটা কাপড় মাটিতে ফেলে গয়নার বাক্স বার করে। তার মধ্যে আট গাছা চুড়ি ছিল। দুটো তিনটে করে তক্তাপোষের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে) এই যে যাচ্ছি, আর জীবনে এ বাড়িতে

পা দোব না। (গয়না ফেলা হয়ে গেল) আমাকে জোর করে আনার চেষ্টা যদি কর, তাহলে তোমার মান থাকবে না, এ তুমি নিশ্চয় যেন।

নরেন জানালার ওপাশে উঁকি দিয়ে মুখ সরিয়ে নিল। তার কাঁধে একটা ব্যাগ।

ঘনশ্যাম গয়নাগুলো তুলতে তুলতে

ঘনশ্যাম।। (খানিকটা নিজের মনে) ছেলেবেলা থেকে কাজের-অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই শিখেছ। কিন্তু এটা শেখ নি যে, মেয়েমানুষের কার মানে মান। কার হতাদরে তার মানের অট্টালিকা তাসের ঘরের মত এত নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আলনা থেকে একটা গামছা নিয়ে পরম যত্নে গয়নাগুলি বাঁধে। তারপর চলে যায়

নরেন জানালায় ওপাশে অবির্ভূত হয়

নরেন।। সদু, যে অবস্থায় আছ, এখনই বেরিয়ে এস। সাড়ে নটায় একটা গাড়ি আছে। সেটা ধরতে না পারলে আর যাওয়ার উপায় থাকবে না।

সৌদামিনী দ্বিধাগ্রস্ত

ভাবছ কি? পেছনের দরজা খুলে চলে এস।

সৌদামিনী।। পেছনের দরজা খুলে যাব কেন ?

নরেন।। (সাপের মত হিস হিস শব্দে) সামনে দিয়ে বেরলে ত সবাই দেখতে পাবে।

সৌদামিনী।। (তেজ দেখিয়ে) দেখতে পেলেই বা। (ঘনশ্যামের ওপর দোষ চাপায়) উনি ত সবার সামনেই আমাকে চলে যেতে বললেন।

নরেন।। (জানালা দিয়ে গলা বাড়ায়) সে ত তোমার মায়ের কাছে যেতে বললেন।

সৌদামিনী।। আমি ত মার কাছেই যেতে চাই।

নরেন।। (ব্যাগ এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধে রাখতে রাখতে) সেখানে কি এর চেয়ে বেশী সুখে থাকবে ?

সৌদামিনী তক্তাপোষের কাছে এগিয়ে যায়।
চটি পায়ে গলাতে গলাতে

সৌদামিনী।। সুখ-অসুখের কথা ত ভেবে দেখিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছি, যে এখান থেকে আমার চলে যাওয়া দরকার। (চটি পরা হয়ে গেল)

নরেন।। (প্ররোচিত করে) তবে, এখনই বেরিয়ে এস। আর দেরী কর না।

সৌদামিনী বন্ধ দরজার শেকল খুলল। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে কথক গান ধরল। নরেন জানালা থেকে সরে গেল। সৌদামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে দেখা গেল সে নরেনের অনুসরণ করছে।

সামনের কালো পর্দা নেমে এল। গান গাইতে গাইতে দর্শকদের ডান দিক দিয়ে কথকের প্রবেশ। পরণে পট্টবস্ত্র, গায়ে উড়ানি, গলায় গোড়ের মালা, কপালে তিলক। কথকের গানের মধ্যে মঞ্চাধ্যক্ষ দর্শকদের বাঁদিকে মঞ্চের সামনে একটা জলচৌকি পেতে দেবেন। তার ওপর একটা সুদৃশ্য আসন

বউবাজারের বাসার দৃশ্যের প্রতি দর্শকদের মন সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হবার পর মঞ্চাধ্যক্ষ আসন সমেত জলচৌকি সরিয়ে নেবেন।

কথকের গান (৪)

ও মানিনী, করলি একি
ছাড়লি এমন সুখের ঘর।
ও তোর পরাণ বঁধু পায়ে ঠেলে,
আপন-জনে করলি পর।।
ও যে খল নায়ক, নষ্ট করে,
জানে কত ছলা কলা।
বাইরে হাসি, মিষ্টি কথা
ভেতরে ওর বিষের জ্বালা।।

খেলা শেষে, পায়ে ঠেলে,
নকল প্রেমিক যাবে চলে।
কুল হারায়ে, দিক ভুলে তুই,
ভাসবি শুধু নয়ন জলে।।
তখন তোর পরম পতি, পরম গুরু
বলবে এসে 'হাতটি ধর্'।।

গান গাইতে গাইতে দর্শকদের বাঁদিকে
জলচৌকিতে গিয়ে বসে

কথকঠাকুরের কথক-তা

সৌদামিনী নরেনের পিছু পিছু বাগান পার হয়ে অনেকখানি গিয়ে শিয়ালদা'র ট্রেনে উঠে বসল। দুপুর নাগাদ নরেন তাকে, এই আপনাদের নেবুতলার কাছেই, বউবাজারে, একটা ছোট্ট বাসায় এনে তুলল। সৌদামিনীকে পৌঁছে দিয়ে, নীচের হোটেলে ভাত বলে দিয়ে, নরেন তার মেসে চলে গেল।

ঘরটায় একটা তক্তাপোষে বিছানা পাতা ছিল। নির্জীবের মত বিছানায় শুয়ে পড়া মাত্রই সৌদামিনী ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল— স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছে। স্বামী নীরবে বসে আছে— যেন কত অপরাধী। সৌদামিনী দেখল, সে তার গায়ের গয়নাগুলো ছুঁড়ে ফেলছে, আর সেগুলো তার স্বামীর গায়ে লেগে মাটিতে ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়ছে। কিন্তু গয়নাগুলোও ফুরোয় না, আর সৌদামিনীর ছুঁড়ে ফেলাও থামে না যত ফেলে ততই যেন ভারি ভারি গয়নায় সর্বাঙ্গ ভরে যায়। বাবারা, মায়েরা। এখানে এই কথাটি শেখার আছে যে, কাউকে কিছু দিলে কারোর কিছুই কমে না, বরং ভগবান তা বহু গুণে ফিরিয়ে দেন।

কথক ঠাকুরের গান (৫)

নিঃশেষে সব দিয়ে দে তুই,

যা আছে তোর তূণে[১]।

বহুগুণ তার ফিরে দেবে

হরি গুনে গুনে।

যা কিছু তোর জমানো ধন,

যতন করে রাখলি ও মন।

কাঁদবি বসে, দেখবি যখন,

সবই খেল ঘুণে।।

সৌদামিনী ত গয়না ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে, আর তার গা গয়নায় ভরে যাচ্ছে। হঠাৎ হাতের ভারি অনন্তটা ছুঁড়ে দিতেই সেটা গিয়ে সজোরে তার স্বামীর কপালে লাগল।

পর্দা সরতে থাকে

চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে ঘরে নরেন — (উঠল)

পর্দা সম্পূর্ণ সরে গেল। কথকঠাকুরের প্রস্থান

১ 'আধার' অর্থে

কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে একটি সস্তা বাসা (নক্সা ৩)।
বিকালের পড়ন্ত রোদ জানালা দিয়ে ঘরে পড়েছে। মঞ্চের পেছনে দর্শকদের বাঁদিকে হাতল-ছাড়া চেয়ার, তার সামনে ছোট টেবিল, টেবিলের ওপর এক থালা ভাত-তরকারি— আর একটা থালা দিয়ে ঢাকা। একটা কাঁচের গ্লাসে ভর্তি জল। মঞ্চের পেছনে প্রায় মাঝামাঝি একটা তক্তাপোষ। তক্তাপোষের বাঁদিকে (দর্শকদের ডানদিকে) খোলা জানালা। জানালায় মরচে ধরা গরাদ। জানালা ও তক্তাপোষের মধ্যে ততটুকুই জায়গা থাকবে যাতে তক্তাপোষের কিনারায় বসে জানালার গোবরাটে মাথা রাখা যায়। তক্তাপোষের ওপর তোষক—হ্যাণ্ডলুমের সস্তা চাদর পাতা। বালিশ জানালার দিকে

তক্তাপোষের নিচে সৌদামিনীর সেই চটি জোড়া।
দর্শকের দিকে মুখ করে খোলা দরজা। দরজার মাথায় ব্র্যাকেটে একটা ৬০ ওয়াটের বাল্ব। দরজার বাঁদিকে দেওয়ালে সুইচ (অফ করা) ও ওয়্যারিং

ঘরের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরও একটা ঘরের দরজা — শেকল তোলা তালা ঝুলছে। ঐ দরজারও মাথায় একটা ৬০ ওয়াটের বাল্ব

নরেন X চিহ্নিত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা জামাকাপড়ের প্যাকেট

সৌদামিনী দর্শকদের দিকে বাঁ প্রোফাইলে আঁচলে মুখ মুচছে

নরেন।। স্বপ্ন দেখছিলে না কি ?

সৌদামিনী আঁচল পিঠে ফেলে তক্তাপোষের এদিকে পা ঝুলিয়ে বসে

(কাছে গিয়ে হাতের প্যাকেট ধরে) এটা নাও।

সৌদামিনী।। (ক্ষীণ কণ্ঠে) কি আছে ওতে ?

নরেন।। তোমার জামাকাপড় সব কিনে আনলাম।

সৌদামিনী।। (উঠে) তুমি আবার এসব আনতে গেলে কেন?

নরেন।। আমি ছাড়া আর কে আনবে?

সৌদামিনী প্যাকেট নিল না দেখে নরেন তাকে পেরিয়ে তক্তাপোষের পায়ের কাছে গিয়ে সেটা রাখল। ভাতের থালার দিকে নজর পড়ল

তুমি খাও নি।

সৌদামিনী।। (কেঁদে ফেলে) নরেনদাদা, তুমি আমার জন্যে খাবার এন না, জামাকাপড় এন না। শুধু তাঁর কাছে একবার ফিরিয়ে নিয়ে চল। (কাপড়ের আঁচলে চোখ মুখ মুছে, ধরা গলায়) তিনি তাড়াতাড়ি বেরবেন বলে আমাকে যা হয় দুটো করে দিতে বলেছিলেন। আমি তা না করে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। ঐ ভাতের থালার দিকে চোখ পড়লে আমার সেই কথা বারবার মনে হচ্ছে।

নরেন অত্যন্ত ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে প্রায় মাথা নীচু করে সৌদামিনীর কথা শুনতে থাকে

(ধীরে ধীরে জানালার দিকে যেতে যেতে) মনে হচ্ছে, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল। ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়া দিলে না। তার পরে .... (জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে) হয়ত মেজ দেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটু জলখাবারের যোগাড় আছে, নয়ত নেই। হয় ত বা এক গ্লাস জল খেয়ে বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর......... (জানালার দিকে মুখ করে তক্তাপোষে বসে। একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। কথা বলতে বলতে দুহাতে জানালার গরাদ ধরে) নিরীহ ভালমানুষ। কাউকে কোন কথা বলতে পারেন না, কারোর ওপর রাগ দেখাতে জানেন না। (চোখের জল টপ টপ করে পড়তে থাকে)

নরেন।। (দারুণ বিরক্তিতে) তুমিও ত তাঁকে কম অবহেলা কর নি। তাঁর কোন্ সুখ সুবিধেটা তুমি দেখেছ?

সৌদামিনী।। (মাথা তুলতে তুলতে) তুমি আমার বড় ভাই-এর মত। এসব কথা তুমি বোল না —

নরেন বোঝে খুব বড় একটা ভুল হয়েছে

নরেন।। বেশ, বলব না।........ কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এতই যদি ভালবাস, তাহলে আমার সঙ্গে এলে কেন?

সৌদামিনী মুখ ঘোরায়। চোখ লাল। জলে ভরা

সৌদামিনী।। তখন ত জানতাম না, এত ভালবাসি। তাঁর কাছ থেকে চলে এসেই ত টের পেলাম। (উঠে তক্তাপোষের এদিকে আসতে আসতে) তাঁর আশ্রয় ছেড়ে চলে আসার পর থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে যে, আমার এই দেহটা নারীর দেহ। চলে আসা অবধি এই দেহের অণুপরমাণু যেন

অহোরাত্র কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে বলছে, ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা আমাদের আর বেঁধে পোড়াসনে। আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার মরে বাঁচি। (ছুটে নরেনের কাছে যায়) নরেনদাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি (নীচু হয়ে, হাঁটু গেড়ে পায়ে হাত দিয়ে) তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

নরেন বিমূঢ়

আজ সারাদিন তাঁকে দেখিনি। রাত্রেও না দেখতে পেলে আমি নিশ্চয় মরে যাব, ভাই — (পা থেকে হাত সরিয়ে নেয়)

নরেন।। (দাঁড়িয়ে) কিন্তু তার কাছে গেলে সে কি তোমাকে নেবে ?

সৌদামিনী।। (হাঁটু গাড়া অবস্থায়) ঘরে নেবেন না সে জানি। কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধই হোক, অন্তর

থেকে মাপ চাইলে তাঁর না বলার জো নেই। (উঠে) তুমি আমাকে তাঁর পায়ের তলায় রেখে এস, দাদা। ভগবান তোমাকে রাজেশ্বর করবেন, একথা আমি কায়মনে বলছি।

নরেন।। (ব্যঙ্গ করে) তুমিও কি ভগবান মান?

সৌদামিনী।। (শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে) মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত বড় পাপ করেও ফিরে যেতে চাইছি। নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম, ফিরে যাওয়ার কথা মুখেও আনতুম না।

নরেন।। কিন্তু আমি তোমাকে আবার বলছি, সে কখনো তোমাকে নেবে না—

সৌদামিনী।। (কথা কেড়ে নিয়ে) নিন, না নিন— সে তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন, একথা নিশ্চয় বলতে পারি।

নরেন।। (ঠোঁট উল্টে) ক্ষমা। ঘরে না নিলে ক্ষমা করা, না করা— দুইই সমান। (শেষবারের মত বোঝাবার চেষ্টা করে) তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত গ্রামে কতবড়, একটা বিশ্রী হৈ-চৈ গন্ডগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দেখি।

সৌদামিনী।। (কাঁদ কাঁদ) আমি আর ভাবতে পারছি না, নরেন দাদা। তবু বলছি, তখন তিনিই আমার একটা উপায় করে দেবেন।

নরেন।। (দারুণ বিরক্তিতে) তোমার না হয় একটা উপায় করে দেবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না। তখন?

সৌদামিনী।। তাতে তোমার ভয় কি?

নরেন।। (ম্লান হেসে) ভয়? এমন কিছু না। (সৌদামিনীকে পার হয়ে দর্শকদের ডানদিকে যেতে যেতে) একে

নাবালিকা, তায় পরস্ত্রী। পাঁচ-সাত বছরের জন্যে জেল খাটতে হবে। (থেমে) শেষকালে এমন করে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে, আমি কখন-ই একাজে হাত দিতাম না। (আবার বিরক্তি আসে) মনের এতটুকু স্থিরতা নেই। একি ছেলেখেলা?

সৌদামিনী।। (আকুল ভাবে) তবে আমার কি উপায় হবে, ভাই?

নরেন।। (হাল ছেড়ে দেয়) উপায় একটা কিছু করতেই হবে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত আর তোমাকে আটকে রাখা যাবে না। (একটা সিদ্ধান্ত নেয়) শোন। তোমার মা বা তোমার স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আমার আর মুখ নেই। কথকঠাকুর এই পাশেই নেবুতলায় কথক-তা করেছেন। তাঁকে খবর দিই। (যেতে যেতে) দেখ, তিনি কি করতে পারেন।

প্রস্থান

সৌদামিনী জানালার কাছে গিয়ে অধীর আগ্রহে
বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল

পর্দা

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খুললে দেখা গেল সৌদামিনী
জানালার গোবরাটে এক হাতের ওপর আর এক
হাত এবং তার ওপর মাথা রেখে তক্তাপোষে
বসে আছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন
ঘরের ভেতরে ও বাইরে মিটমিট করে আলো
জ্বলছে। ঘরের ভেতরে স্যুইচ অন করা
দরজা হাট করে খোলা

খোলা দরজা দিয়ে কথকঠাকুরকে দেখা গেল।
সে জানালার কাছে গিয়ে সৌদামিনীকে ডাকল

কথক।। (পরম স্নেহে, ভরাট গলায়) মা, সৌদামিনী।

সৌদামিনী মাথা তুলে পিটপিট করে তাকায়।
চারিদিকে তাকিয়ে কোথায় আছে বুঝতে চেষ্টা করে

আমি ঠাকুরমশাই —

সৌদামিনী ধড়মড় করে ওঠে। টলে যায়। জানালার গরাদ ধরে সামলায়

কথক ঘরে ঢোকে

নরেনবাবু খবরটা দিতেই চিতোরে চলে গেলাম। জামাইবাবাজি সবে ফিরেছেন। আমার কাছে সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন।

সৌদামিনী।। (ভয়ে) কোথায় তিনি ?

কথক।। বললেন, "নিশ্চয় সারাদিন না খেয়ে আছে। কিছু খাবার নিয়ে যাই"।

হোটেলের ছেলের প্রবেশ

সে দরজার কাছে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে চোখের দৃষ্টিতে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকল। কথক ও সৌদামিনীর মাঝখান দিয়ে টেবিলের কাছে গেল। আবার তাকিয়ে ভাতের থালা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নিল। তারপর, ভাত ঢাকা দেওয়া থালাটা তুলে চিৎ করে টেবিলে রাখল। তার ওপর ভাতের

থালা বসাল। ডান হাতে দুটি থালা ও বাঁ হাতে জলের গ্লাস তুলে নিল। তারপর কথকঠাকুরের ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলে যখন কথকঠাকুরের পাশ কাটাচ্ছে তখন কথকঠাকুর একটু সরে তাকে রাস্তা দিলেন

সৌদামিনী ইতিমধ্যে একটু সামলেছে। সে তক্তাপোষের ওপাশ দিয়ে চেয়ারের কাছে গেল। টেবিলের দিকে তক্তাপোষের কোণে বসে বাঁ হাতে ভর রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে

সৌদামিনী।। ওদিকের খবর কিছু শুনলেন ?

কথক।। ট্রেনে জামাইবাবাজির কাছে শুনলাম তোমার গয়নাগুলো বাঁধা দিয়ে হাজার কুড়ি টাকা হয়েছে। তোমার মায়ের চিকিৎসার জন্যে আরো অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা দরকার —

সৌদামিনী। (দাঁড়ায়) মায়ের চিকিৎসার জন্যে গয়না বাঁধা দিয়েছেন ? (অন্যমনস্কভাবে) কিন্তু আমাকে যে বললেন "টাকার বড় অনটন —

সৌদামিনীর চোখ আপনি আপনি হাতের বালা দুটোর দিকে চলে যায়

কথক।। তাতে তুমি কি ভাবলে সংসারে টানাটানি ? তুমি তোমার স্বামীকে কিছুই বোঝ নি, মা। স্ত্রীর গয়না বাঁধা বা বিক্রি করে সংসার চালাবার লোক সে নয়—

ঘনশ্যাম (নেপথ্যে) ঠাকুরমশাই কোন্ দিকে ?

কথক দ্রুত দরজার কাছে যায়

কথক (গলা বাড়িয়ে) এই যে, এই দিকে। (ঘুরে) মা, তোমার স্বামী আসছেন। মাথায় কাপড় দাও। (দরজার ওপাশে যায়)

সৌদামিনী ঘোমটা দেয়। নাটকের শেষ অবধি ঘোমটা থাকবে ততক্ষণে ঘনশ্যাম চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে পা রাখে। তার হাতে একটা খাবারের চ্যাঙ্গারি। সেটা সে তক্তাপোষে জানালার দিকে রাখে। সৌদামিনী তক্তাপোষ এদিক দিয়ে ঘুরে এসে ঘনশ্যামের পাঁচ ছ হাত দূরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তারপর মাথা তুলে মাটির দিকে তাকিয়ে

সৌদামিনী।। তুমি আমাকে একবার মার কাছে নিয়ে চল। (আর কথা বেরতে চায় না)

ঘনশ্যাম এক পা এগিয়ে আসে

(অতি কষ্টে) তারপর ...... কোন আশ্রমে-টাশ্রমে-

ঘনশ্যাম। (কাছে এসে) আশ্রমে কেন? চিতোরে যাবে না?

সৌদামিনী চিতোরে? ...... এত কাণ্ডের পর?

ঘনশ্যাম।। কি এত কাণ্ড?

সৌদামিনী।। এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে? আমি যে আজই সকালে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করলুম। তোমার মুখের ওপর বললুম, "তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্কের শেষ"—

ঘনশ্যাম। (একটু ঝুঁকে) বললে বলেই সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল? (সোজা হয়) তুমি কি শিখেছ জানিনা, কিন্তু আমি জানি, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। অতীতে কোটি কোটি জন্মে তুমি আমার ছিলে, আজও— যাই ঘটুকনা কেন — তুমি আমারই আছ। আর — (দুহাতে সৌদামিনীর বাহু ধরে তুলতে তুলতে) এর পর কোটি কোটি জন্মে তুমি আমারই থাকবে।

সৌদামিনী।। (কাতর অনুনয়) ওগো। তুমি আর আমাকে তোমার কাছ থেকে চলে যেতে দিওনা। সংসারের কত

অন্যায়, কত অবিচার, কত লাঞ্ছনা তুমি নিত্যি সইছ। তোমার স্ত্রীর এই স্খলনটাও তুমি সইতে পারবে। (ঘনশ্যামের বুকে মাথা রাখে)

কয়েক মুহূর্ত বাদে মাথা তুলে এই প্রথম ঘনশ্যামের চোখের দিকে ভালোভাবে তাকায়। মুগ্ধভাবে তাকিয়েই থাকে

দরজায় কথকের আবির্ভাব

কথক।। আর দেরী করলে, শেষ গাড়িটাও পাবে না, বাবাজি।

ঘনশ্যাম সৌদামিনীর বাহু ছেড়ে দেয়। মৃদু হেসে কথকের দিকে তাকায়। তারপর সৌদামিনীর দিকে চেয়ে, গাঢ় স্বরে

ঘনশ্যাম।। বাড়ি চল, সৌদামিনী —

মঞ্চের আলো কমতে থাকে

সৌদামিনী তক্তাপোষের নীচে রাখা চটি পায়ে গলাতে থাকে। ঘনশ্যাম দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কথক ভেতরে ঢুকে খাবারের চ্যাঙারি তুলে নেয়

ঘনশ্যামের প্রস্থান। তার পেছনে সৌদামিনী

কথক চ্যাঙারি হাতে দরজার কাছে যায়। ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়

সামনের কালো পর্দা দুদিক থেকে আসতে থাকে

সৌদামিনী অন্ধকারের মধ্যে খালি পায়ে মঞ্চের সামনে চলে আসে

দুটি পর্দা মিশে যায়

সৌদামিনী পর্দার এপাশে। তার ওপর আলো পড়ে

সৌদামিনীর তৃতীয় মনোলোগ

সেই প্রথম তাঁর বুকে আমার স্থান হল। সেই প্রথম আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম। সেই আমাদের শুভদৃষ্টি। সেই প্রথম তিনি আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমার জীবনের সেই আনন্দ স্মৃতি সে আমারই থাক।

(ঘোমটা সামলাতে দু এক মুহূর্ত সময় নেয়)

হয়ত জানতে চাইবে এ কলঙ্কের কাহিনী আজ তোমাদের সামনে তুলে ধরার কি দরকার ছিল? (কাতর কণ্ঠে) ওগো। তোমরা কি বোঝ না যে সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে এটা বলতে না পারলে আমার মুক্তি নেই? মর্তের মানুষ যে কালি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে — স্বর্গের কোন দেবতা নয় — এই মর্তের মানুষই আবার সেই কালি ধুইয়ে মুছিয়ে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছে — একথা জানতে না পারলে তোমাদেরই বা মুক্তি কিসে?

।। ধীরে ধীরে যবনিকা।।